হাতের কাজ শিখে আয় করুন



বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ

হাতের কাজ শিখে আয় করুন

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭২

প্রকাশক :
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১।৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলি-৯
ফোন : ৩৫-৩১৫৯

মুদ্রণ :
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র :
কলাবতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

মূল্য : এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা

ভূমিকা

আমাদের দেশে এখনো শতকরা ত্রিশজন মাত্র সাক্ষর। যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী ও মেয়ে এঁরাই সংখ্যাধিক। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে কোন পরিকল্পনা সফল করতে গেলে এই চারটি গোষ্ঠির কথা বিশেষভাবে ভেবে প্রাইমার ও পরবর্তী পর্যায়ের বই রচনা করা দরকার। তা না হলে রচিত বই ও জীবনের সঙ্গে কোন যোগসূত্র স্থাপন করা যায় না। এই যোগসূত্র স্থাপন না করলে নিরক্ষরদের সাক্ষর হবার আগ্রহ বা তাগিদ থাকে না।

কয়বছর আগে বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে 'কৃষক সাক্ষরতা' বার করে এবং তা বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করে।

এবার ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আর্থিক সাহায্যে নিরক্ষর মেয়েদের জন্য প্রাইমার ও তার পরবর্তী বই বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ রচনা করছে। মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত এই ধরণের বই আর কোথাও রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাংলা ভাষায় স্বল্পসাক্ষরদের জন্য বই রচনাতে যাঁরা বিশেষ ভাবে দক্ষ তাঁদেরই সহায়তায় এই সব বই প্রস্তুত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাই 'বিজ্ঞান ভিক্ষু' শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, যিনি নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও অগ্রগণ্য।

এরপর আমাদের পরিকল্পনা আছে নিরক্ষর শ্রমিকদের প্রাইমার ও পরবর্তী বই রচনা করার।

সত্যেন মৈত্র
সাধারণ সম্পাদক
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
কলিকাতা-৯

ঃ সূচীপত্র ঃ

হাতের কাজ শিখে আয় করুন

নারকেল খোলের কৌটো

বর্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই আমরা দুর্গা পূজার জন্য তোড়জোর করি। বর্ষায় ঘরের মাটি খসে পড়ে, উঠানে আগাছা গজায়। শরৎকাল এলে আমরা ঘরের দেয়ালে নতুন করে মাটি দিই, উঠানের আগাছা তুলে ফেলি, নিকিয়ে সিকিয়ে তক্‌তকে করে তোলার চেষ্টা করি। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের জিনিসপত্রকে পরিষ্কার করে পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি।

পূজার সময়ে ঘর সাজানোর জন্যে কয়েকটা জিনিসের কথা বলবো। খুব সামান্য জিনিস থেকে এগুলি করা যায়, তবে একটু সময় লাগবে।

আজ আমি বলছি নারকেলের খোল থেকে কি করে সুন্দর কৌটো তৈরী করা যায়। বেশ বড় দেখে একটি নারকেলকে দুখানা করুন, এক নম্বর ছবির মত। খোলের ওপরের অংশ ছোট আর নিচেরটা বড়। খোলটাকে বেশ করে চেঁছে পালিশ করুন ছোট ছুরি দিয়ে। খোলের দু অংশে দুটো ফুটো করুন। একটা লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে খোলের ওপর ধরলে ফুটো হয়ে যাবে। এক টুকরো তার ঐ দুটো ফুটোর মধ্যে দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দিন—এক নম্বর



১নং

ছবির 'খ'য়ের মত। এবার খানিকটা খড়িমাটি গুঁড়ো করুন, তারপর পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন। গুঁড়োটা চার ভাগে ভাগ করুন। হলুদ গুঁড়ো একভাগ খড়িমাটির সঙ্গে মেশান। হ্যারিকেনের ভূষাকালি মেশান তৃতীয় অংশে। সিঁদুর মিশিয়ে নিন শেষ ভাগটাতে। খেয়াল রাখবেন একটা রংয়ের সঙ্গে আরেকটা রং মিশে না যায়। খানিকটা গঁদের আঠা মিশিয়ে নিন সব রঙগুলোতে। তুঁতে যদি মেশান সব রঙে তাহলে পোকায় ধরবে না। একটা কাঠির মাথায় তুলো জড়িয়ে তুলির মত করুন (দু নম্বর ছবি দেখুন)। এবার খোল দুটো খড়ি গোলা দিয়ে রং করে নিন। রংটা শুকিয়ে গেলে ২ নম্বর ছবির 'খ'য়ের মত করে লতা পাতা ফুলের ছাপ ফেলুন। এবার আল্পনা দেওয়ার মত তুলি করে লাল রং করুন ফুলগুলো। পাতা ভরাট করুন সবুজ দিয়ে। হলুদ দিয়ে ফলগুলো রং করুন। তুলিগুলো সব আলাদা করবেন (তিন নম্বর ছবি দেখুন)। টিপগুলো দেবেন কালো দিয়ে। দেখবেন কি সুন্দর বাহারি কৌটো তৈরী করেছেন আপনি। এটার তলায় পাট দিয়ে



২নং



৩নং

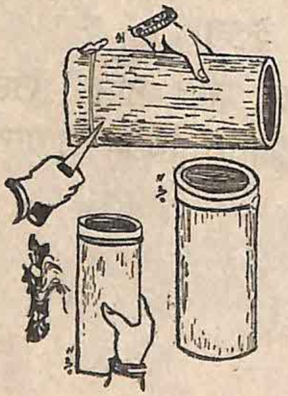
বিঁড়ে তৈরী করে দেবেন তাহলে পড়ে যাবেনা (তিন নম্বর ছবির 'থ'য়ের মত)।

এতে আপনাদের সংসারের টুকিটাকি জিনিস রাখতে পারবেন। যেমন মশলা, খুচরো পয়সা, বাচ্চাদের জন্যে বাতাসা, কদমা, এবং ছোট ছোট মেয়েদের অথবা আপনাদেরও চুলের ফিতে, কাঁটা, কাঁচের চুড়ি, টিপ ইত্যাদি।

যদি কুমোর-বাড়ী থেকে গুড়ো রং আর পাকা তেল এনে এগুলো তৈরী করেন তবে বাজারে বিক্রী করতে পারবেন বেশ ভালো দামে।

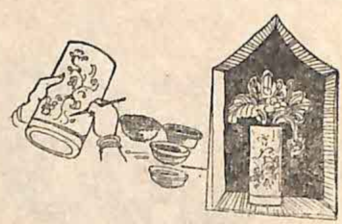
বাঁশের ফুলদানি

আপনাদের ঘরের আশে-পাশে অনেক বাঁশঝাড় আছে নিশ্চয়ই ? এবং ছোট ছোট টুকরো বাঁশ অনেক পড়ে থাকে এদিক-ওদিক। আজ আমি আপনাদের বাঁশের ফুলদানী তৈরী করার কথা বলছি।



১নং

ভালো পাকা বাঁশ এক-বিঘৎ মত গাঁট শুদ্ধ কেটে নিন (১নং ছবি দেখুন)। এবার ১নং ছবির 'ক'য়ের মত বাঁশটাকে চেঁছে ঘসে পরিষ্কার করে নিন। যে দিকটা গাঁট থাকবে সেদিকটা মাটিতে থাকবে। তলাটা এমন করে কাটবেন যেন সমান ভাবে মাটিতে বসে। বাঁশের ওপরের দিকটা ফাঁকা থাকবে (২নং ছবি দেখুন)। এবার ঐ বাঁশের টুকরোটা কাঠের অল্প আঁচের ওপর ধরে ঘোরাতে থাকুন। যখন দেখবেন বাঁশের গায়ে অল্প অল্প দাগ পড়ছে তখন ওটা ঠান্ডা করতে দিন। এখানে বলে রাখা ভাল যে যে রং দিয়ে এটা তৈরী করতে, হবে সেই রং ঘরে তৈরী করা চলবে না। হয় কোন দোকান থেকে অথবা কুমোর বাড়ী থেকে গুঁড়ো রং আর পাকা তেল জোগাড় করতে হবে। এবার ৩নং ছবির নক্সাটা ছাপ দিন বাঁশের ওপর। তারপর ওই ছাপের ওপর তুলোর তুলি



২নং

দিয়ে রং করুন। লাল, হলুদ, সবুজ, এবং নীল রং দিয়ে মানান মত নক্সাটা আঁকুন। যেমন, ফুলগুলো লাল আর হলুদ দিয়ে করুন, পাতাগুলো সবুজ দিন, নীল রং দিয়ে ফুটকিগুলো দিন। রং শুকোতে তিন দিন সময় লাগবে। রং ভালো করে শুকিয়ে গেলে ওতে জল দিয়ে ফুল সাজিয়ে রাখুন। দেখবেন এতে ঘরের বাহার কতো খুলে গেছে। যে কোন উৎসব-বাড়ীতে এই বাঁশের ফুলদানীতে করে নানা ধরনের ফুল সাজালে উৎসব বাড়ীর শোভা দশগুণ বেড়ে যাবে। বাঁশ দিয়ে ফুলদানি ছাড়াও ছাইদানি ধূপদানি করা যায়। যদি একটু খরচ করে রং কিনে এগুলো করা যায় তাহলে ঐ বাঁশের কাজগুলো খুব ভালো দামে বিক্রী করা যায়। গাঁয়ের মেয়ে বৌরা যদি ঘরে বসে এসব হাতের কাজ একটু যত্ন করে শেখেন তবে তাঁরা ঘরে বসেই কিছু পয়সা রোজগার করতে পারেন।



৩নং

বাঁশের কৌটো ও চায়ের পাত্র

এবার আমি আপনাদের রান্না ঘরের জিনিস্‌পত্র কেমন সুন্দর করে রাখা যায় সেই কথা বলব। যেমন ধরুন রান্না করার মশলাপাতি রাখতে মাঝে-মাঝে খুব অসুবিধে বোধ করেন। মাটির ভাঁড়ে রাখলে বর্ষার দিনে সেগুলি খারাপ হয়ে যায়। আবার মাটির পাত্র ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার দেখুন বাচ্চাদের জল খাওয়ার পাত্র, মাটির পাত্র দিলে তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে ফেলে। কলাইয়ের বাসনও চটা উঠে বাজে দেখতে হয়ে যায়। তারপর ধরুন বাড়ীতে কুটুম এসেছে, কিসে করে একটু চা খেতে দেবেন? ইত্যাদি।

১নং



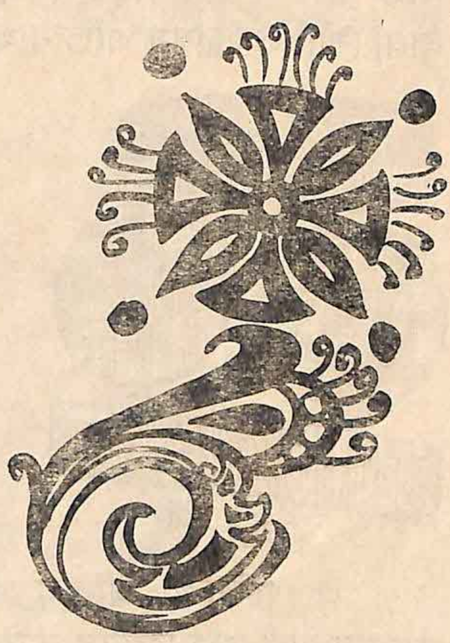
এসব অসুবিধে এড়াতে আপনি তৈরী করুন আপনাদের দেশের জিনিস বাঁশ দিয়ে। বাঁশ কেটে তাতে রং দিয়ে ফুল লতা পাতা এঁকে তৈরী করুন বাঁশের কোটো, চায়ের পাত্র, ও দুধ খাওয়ার পাত্র।

বাঁশের কোটো তৈরী করার নিয়ম বলছি শুনুন।

কতকগুলি মোটা বাঁশ জোগাড় করুন। বাঁশের ভিতরে ফাঁক বেশি আছে এমনি ধরনের বাঁশ নেবেন। বাঁশের গাঁট থেকে ওপরের অংশ কেটে নিন। বাঁশের

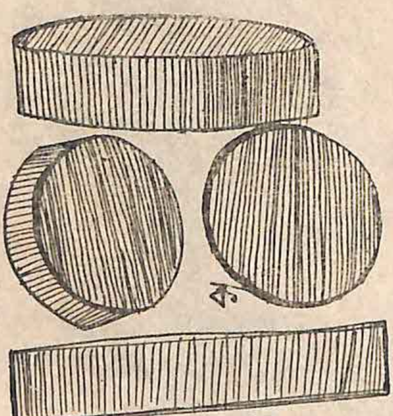
তলাটা বেশ ভালো করে চেঁছে সমান করে নিন। এমন করে কাটবেন যাতে বাঁশটি মাটিতে বসাতে পারেন, (এক নম্বর ছবি দেখুন)। তারপর বাঁশের গা ভালো করে পালিশ করে নিন। এবার কিছু চাল ভালো করে গুঁড়ো করে ছেঁকে নিন। একটি পাতলা কাপড়ে ছাঁকবেন। তারপর দু'নম্বর ছবির নক্সাটি দেখুন। এই ছয় আঙুল লম্বা করে কাটা বাঁশের গায়ে একটি কাঠ কয়লা দিয়ে এঁকে নিন। চালের গুঁড়োতে একটু গঁদের আঠা মিশিয়ে নিন। তারপর পছন্দ মত লাল, হলুদ, সবুজ রং দিয়ে ভাগে ভাগে আলাদা করে গুলে নিন। একটি ঝাঁটার কাঠিতে অল্প তুলো জড়িয়ে একটি তুলি তৈরী করুন।

২নং



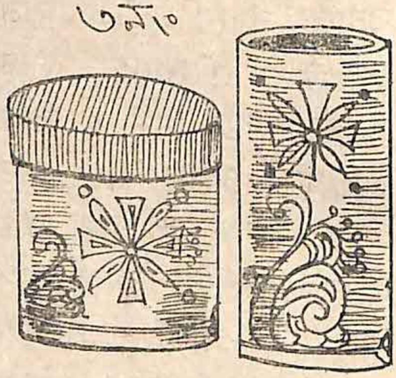
ঐ তুলি দিয়ে বাঁশের পাত্রের গায়ে নক্সাগুলিতে চালের গুড়োর রং লাগান। বেশ সাজিয়ে মানিয়ে রংগুলি দেবেন। রং গোলার সময়ে খেয়াল রাখবেন, যেন আঠা কম হয়ে রংগুলি ঝরে না যায়। রং করা হয়ে গেলে ওগুলো রোদে শুকোতে দিন। তারপর মোটা পিজবোর্ড, মানে খুব মোটা শক্ত কাগজ দিয়ে গোলগোল চাক্তি কাটুন কতকগুলি। এবার ঐ চাক্তির মাপে দু'আঙুল চওড়া আরো কতকগুলি টুকরো কাটুন। কেটে গোল করে দুটো মুখ জুড়ে দিন আঠা

দিয়ে (দু'নম্বর ছবির 'ক' দেখুন)। এবার গোল করে কাটা চাক্তির সাথে ঐ গোল বেড়গুলি একটি পাতলা কাগজ দিয়ে এঁটে দিন (দু'নম্বর ছবির 'খ' দেখুন)। ঐগুলো তৈরী হয়ে গেলে দেখতে একটি ঢাকনির মত হবে। এই ঢাকনিগুলি বাঁশের পাত্রের মুখে এঁটে দিলে, ঠিক কোটোর মত হবে। এতে আপনি রান্নাঘরের মশলা রাখতে পারবেন। অথবা নানা সৌখিন জিনিস এতে রাখা যাবে।



২নং খ

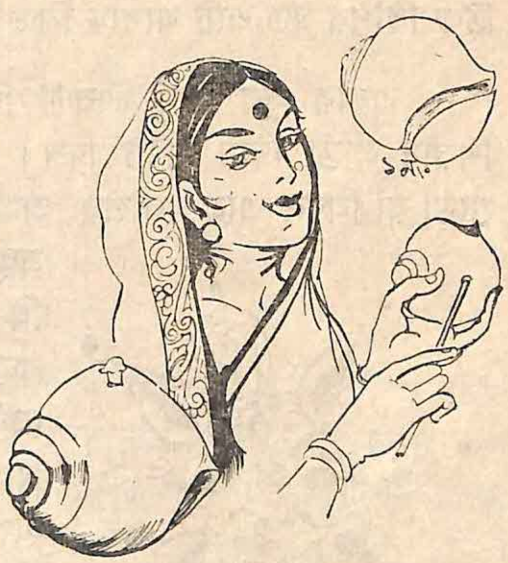
৩নং



এ গুলিকে আবার আপনার চা খাওয়ার পাত্র, দুধ খাওয়ার পাত্র হিসাবে ব্যাবহার করতে পারেন। যদি চা খাওয়ার পাত্র তৈরী করতে চান তাহলে বাঁশের পাত্রের গায়ে চালের গুঁড়ো এবং আঠার রংয়ের বদলে, জানলা দরজা রং করে যে রং দিয়ে সেই রং ব্যবহার করবেন। অথবা ঠাকুর রং করার রং দিয়েও করতে পারেন। দুধ খাওয়ার পাত্রগুলি একটু বেশী লম্বা করে কাটতে হবে (তিন নমবর ছবি দেখুন)।

শামুকের কৌটো, ছাইদানী

এমন অনেক জিনিস আছে যা আমরা দেখেও দেখিনা। অথবা তার কোন প্রয়োজন আছে চিন্তা করিনা! যেমন ধরুন শামুক। আপনারা চান করতে, বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে, জল আনতে হরদম পুকুরে যান। অনেক সময়ে শামুকের ওপর পাও পড়ে যায়। আপনারা সেই শামুকটি হয়ত পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেন। অথবা হাঁস-মুরগীর জন্যে কিছু তুলে আনেন। কিন্তু হাঁস-মুরগীর খাবার ছাড়াও শামুকের খোল দিয়ে খুব ভালো ভালো ঘর সাজানোর জিনিস তৈরী করা যায়। শুধু ঘর সাজানোর জিনিস বললে ভুল বলা হবে। সংসারের দরকারেও লাগে। এবার শুন্নন বলছি কেমন করে শামুকের খোল দিয়ে নানান জিনিসপত্র তৈরী করা যায়!



কয়েকটি বেশ বড় বড় শামুকের খোল জোগাড় করুন। যদি খোল না পান তাহলে বড় বড় শামুক এনে ভেতরের শাঁস বের করে ফেলুন। দেখবেন বের করবার সময়ে কোথাও যেন ফেটে না যায় অথবা ফুটো হয়ে না যায়। তারপর পরিষ্কার করা হয়ে গেলে শামুকটি আস্তে আস্তে ঘসে সাদা চক্‌চকে করে ফেলুন। ভেতরটাও পরিষ্কার সাদা করে ফেলুন।

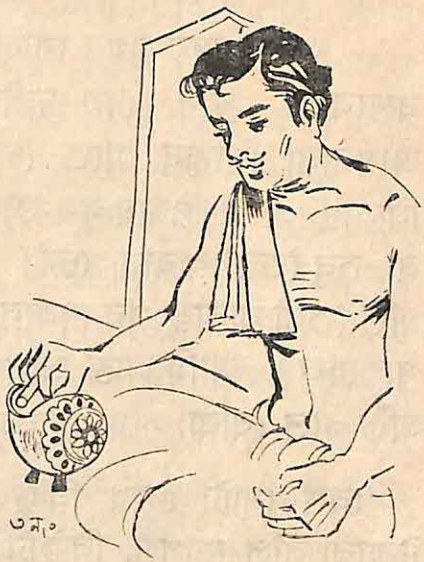
এবার শিরীষ আঠা দিয়ে শামুকের মুখটিটা খোলের মুখের সঙ্গে এঁটে দিন্, এক নম্বর ছবি দেখুন। একটি শিক উনানে দিয়ে গরম করুন। তেতে লাল টক্‌টকে হলে শামুকের পিঠের ওপর চেপে ধরুন। দেখুন একটি ফুটো হয়ে গেছে। খুব বেশী চাপ দেবেন না কারণ বেশী চাপ দিলে শামুকটি ভেঙ্গে যেতে পারে। এবার ছোট্ট এক টুকরো সোলা ঐ ফুটোর আন্দাজে কেটে নিন। দেখুন সোলার টুক্‌রোটি ঠিক ছিপির মত এটে বসেছে কিনা।

এবার খুব ছোট্ট একটি ঝিনুক ঐ সোলার ওপরে শিরীষ আঠা দিয়ে এঁটে দিন। কুমোরবাড়ী থেকে কিছু গুড়ো রং কিনে এনে বেলের আঠা দিয়ে দুই নম্বর ছবির নক্‌সাটি এঁকে নিন। দেখুন কি সুন্দর কোটো তৈরী করেছেন। এগুলি নস্যির কোটো করতে পারেন, আপনাদের দোক্তার কোটো হতে পারে, আবার রান্নাঘরে ফোঁড়ন রাখার কোটোও করতে পারেন। এই কোটোগুলি একইসঙ্গে ঘর সাজানোর কাজে লাগে আবার সংসারের প্রয়োজনেও লাগে।


২নং

এছাড়া এই শামুক দিয়ে ছাইদানিও হতে পারে। ধরুন বাড়ীর কর্তা বিড়ি-সিগারেট খান। কর্তা ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছেন আর সেখানে ছাই ঝেড়ে ফেলেছেন। এতে

দেখা যায় যে, সারা ঘরে অথবা দাওয়াতে ছাই ছড়িয়ে নোংরা হয়ে গেছে। তাই বলছি, কর্তা যখন বিড়ি সিগারেট খাবেন, তখন আপনি আপনার হাতের তৈরী শামুকের ছাইদানিটি যদি তাঁর কাছে এগিয়ে দেন তাহলে কর্তা সিগারেটের ছাই ওতে ঝেড়ে ফেলতে পারেন। আর ঘরের মধ্যে ছাই উড়ে চারিদিক নোংরা করতে পারবে না।



এখন কেমন করে ছাইদানি তৈরী করতে হবে তাই বলছি।

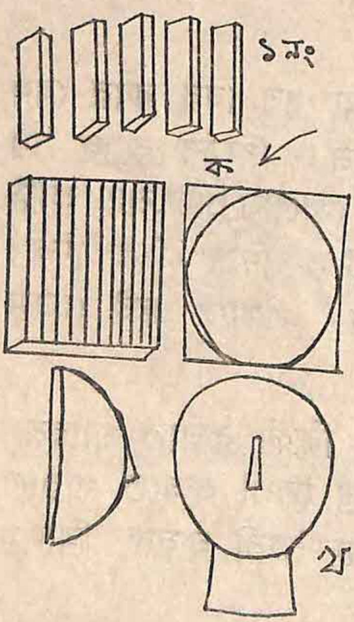
আগের মত শামুকের মধ্যের সব বের করে বেশ ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলবেন। পিঠের কাছে পর পর দুটো ফুটো করবেন। তারপর সোলার দুটো লম্বা কাঠি আটকে দিন। এবার পাশের ফুলটি রং দিয়ে এঁকে দিন। শামুকের মুখটি খোলা রাখবেন। এখানে ছাই ঝেড়ে ফেলবেন।

এগুলি ইচ্ছে করলে বাজারে বিক্রী করতে পারেন। একটু ভালো রং দিয়ে সুন্দর করে তৈরী করতে পারলে বেশ ভালো দামে বিক্রী হয়। অথচ তৈরী করতে বিশেষ খরচ হয় না।

সোলার ঠাকুর

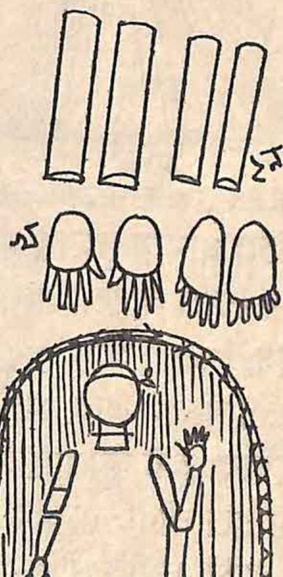
আপনাদের এখন সোলার ঠাকুর তৈরী করার কথা বলবো। ঘরে দেব-দেবীর পূজো হয়। দেখুন না, আপনারা নিজের হাতে দেবী মূর্তি তৈরী করতে পারেন কিনা। হয়ত প্রথমে খুব ভালো মূর্তি তৈরী করতে পারবেন না, তবু তৈরী করার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি ? কয়েকটি মূর্তি তৈরী করার পর দেখবেন নিখুঁত জিনিস তৈরী করতে পারছেন। আমি আজ আপনাদের খুব সহজ এবং মোটামুটি মূর্তি বলে বোঝা যায় এমন মূর্তি তৈরীর নিয়ম বলছি।

বেশ মোটা দেখে কিছু সোলা জোগাড় করুন। এক-টুকরো নীল কাপড়, কিছুটা হলুদ কাপড় নেবেন। একটি বেশ বড় চাটাই আর দুটি বেত চাই। কালো, হলুদ, লাল রংও জোগাড় করতে হবে। হ্যারিকেনের ভূষো দিয়ে কালো, হলুদ বাটা দিয়ে হলদে রং, আর আপনারা আলতা পরেন তো ? সেই আলতা দিয়ে লাল রং করবেন।



এবার কয়েকটি সোলা এক বিঘৎ মত লম্বা করে কাটুন। তারপর সেইগুলো থেকে সরু সরু করে ফালি কাটুন। কাটা হয়ে গেলে আঠা দিয়ে ঐ ফালিগুলো জোড়া দিন। জোড়া দিয়ে দেখুন আট আঙুল চওড়া হয়েছে

কিনা। যদি না হয়ে থাকে তাহলে আরো ফালি জোড়া দিন ; এক নম্বর ছবি দেখুন। জোড়া হয়ে গেলে এবং আঠা শুকিয়ে গেলে একটি ধারালো ব্লেড দিয়ে চারধার গোল করে কাটুন, ঠিক গোল করবেন না, একটু ডিমের আকারে কাটবেন। আর ওপর-নিচের দিক অল্প-অল্প চেঁছে ঢালু করুন, (এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন)। এবার একটি খুব ছোট্ট তিনকোনা সোলা নিয়ে ঐ গোলা মুখটির মাঝখানে বসিয়ে দিন। এটি হলো নাক। আবার তিন আঙুল মাপের সোলা নিন। সরু সরু করে কাটুন। জোড়া দিয়ে এটিও চেঁছে দু'পাশ ঢালু করুন এবং আগের তৈরী মুখের নিচের দিকে গলার মত আঠা দিয়ে জুড়ে দিন (এক নম্বর ছবির 'খ' দেখুন)। এবার এক বিঘৎ মাপের অনেকগুলি সোলা নিয়ে সরু সরু ফালি কেটে চারটি আলাদা-আলাদা ভাগে জোড়া দিন (দু' নম্বর ছবি দেখুন)। এগুলো হবে মূর্তির হাতের চেটো আর বাহু। এবার চার আঙুল লম্বা জোড়া দেওয়া দু'টো সোলার সঙ্গে পাঁচটি করে দশটি সরু সোলা আঙুলের মত জুড়ে দিন, মানে এই দুটিই হবে হাতের চেটো আর আঙুল। এবার পা করতে হবে। এতেও ঐরকম হাতের মত চার আঙুল লম্বা সোলা কেটে নিয়ে তারপর ছোট ছোট সোলার টুকরো দিয়ে পায়ের পাতার সঙ্গে



জুড়ে দিন আঙুলের মত করে (দু' নম্বর ছবির 'খ' দেখুন)। হাত, পা, বাহু আর মুখ তৈরী হয়ে গেলে, চাটাইটি নিয়ে আধখানা চাঁদের মত করে কেটে নিয়ে সরু বেত দিয়ে সবদিক মুড়ে ফেলুন (দু' নম্বর ছবির 'গ' দেখুন)। এবার মোটা সুতো দিয়ে ঐ চাটাইয়ের ওপর প্রথমে মুখটি এঁটে দিন,



তারপর একটু দূরে কাঁধের থেকে বাহু দু'টি এঁটে দিন, বাহুর নিচে হাত এবং হাতের নিচে চেটো এঁটে দিন। তিন নম্বর ছবির নক্সা অনুযায়ী এক টুকরো নীল কাপড়, জামার মত এঁটে দিন। আবার একটি হলুদ রংয়ের কাপড় ঘাগরার মত করে পরিয়ে দিন। কিছু পাট নিয়ে কালো রং করে মূর্তির মাথায় চুলের মত করে আঠা দিয়ে এঁটে দিন। সব হয়ে গেলে কালো রং দিয়ে ঠোঁট এঁকে দিন। এবার হাত, কাঁধ, গলা আর পায়ের জোড়ের কাছে কাগজের ফুলের মালা, বালা এবং মল পরিয়ে দিন। একটি আস্ত সোলার দু'দিকে দু'ট কাগজের বলের মত করে দু' মাথায় এঁটে দিন। এটি হল বীণা, দেবীর হাতে দিয়ে দিন। দেখুন কেমন হলো সরস্বতী দেবীর মূর্তি।

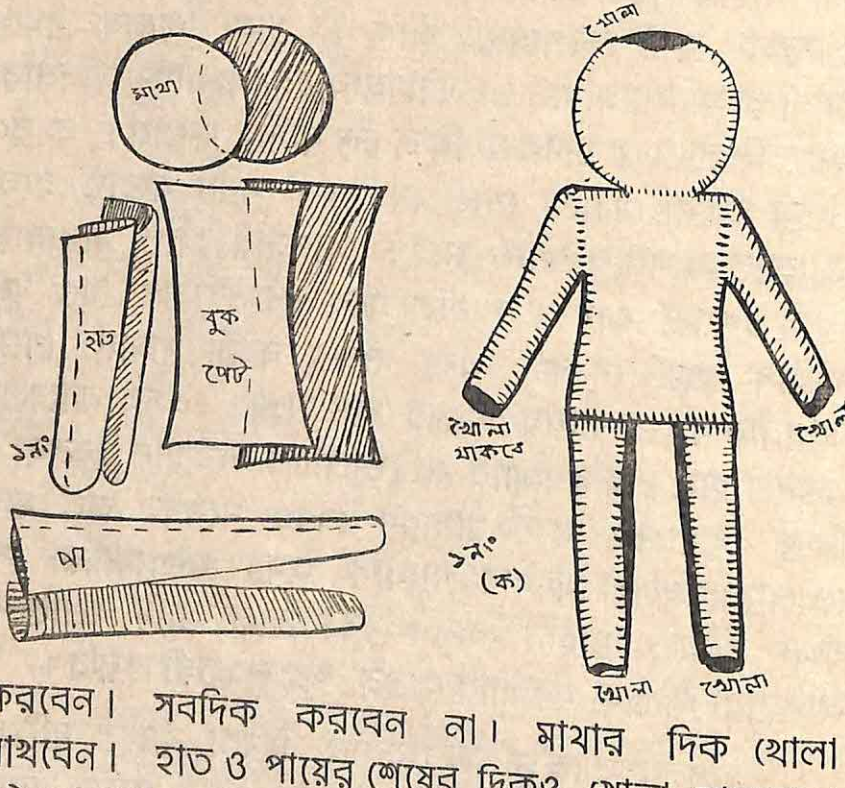
কাপড় এবং তুঁষের পুতুল

ঘর সাজানো, ঘরের দরকারি জিনিস এবং টুকিটাকি জিনিস তৈরীর কথা আপনাদের বলেছি। এবার আমি আপনাদের পুতুল তৈরীর কথা বলবো। আপনাদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই ছোট ছেলেমেয়ে আছে? তারা অনেক সময়ে নানা রকম বায়না ধরে। তাদের বায়না থামাতে আপনারা হয়ত বিরক্ত হয়ে দুচার ঘা কিল চড় বসিয়ে দিলেন। কারণ ওদের বায়না মেটাতে গেলে যে পয়সা খরচ করতে হবে, তা হয়ত আপনার কাছে নেই। আপনার হাতে মারধোর খেয়ে বাচ্চারা কাঁদ্‌তে লাগলো আর তাতে আপনারও মন খারাপ হয়ে গেলো। এবং ওদের কান্না থামাতে গিয়ে আপনার ঘর সংসারের কাজের দেরী হলো। এসব ঝামেলা এড়াতে হলে চাই রকমারি মন ভোলানো বাচ্চাদের খেলনা। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ গেরস্ত সংসারে অত মন ভোলানো খেলনা কোথায় পাবো? অথচ ছেলেমেয়েরা সে কথা বুঝতে চাইবে কেন। সেই জন্যে আমি বলছি— আপনারা নিজেরা রকমারি খেলনা, পুতুল তৈরী করুন।

আপনাদের ছেঁড়া কাপড়, পাড় অথবা গাঁয়ের দর্জির দোকানের ছাঁট কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি মানে ফেলে দেয়া জিনিস দিয়ে এইসব পুতুল তৈরী করা যায়।

এক টুকরো কাপড় দু'ভাঁজ করে নিয়ে গোল চাক্তির মত করে কাটুন। আর এক ফালি কাপড় নিয়ে দুভাঁজ করে, মাথার বালিশের মত চৌকো, একটু লম্বাটে ধরনের কেটে নিন। ঐ গোল চাক্তি দুটোতো হবে পুতুলের মাথা

আর লম্বা ধরনের চৌকো দুটোতে হবে পুতুলের দেহটা। এবার চার ফালি কাপড় নিয়ে লম্বা করে কেটে নিন, এগুলি হবে হাত আর পা (১ নম্বর ছবি দেখুন)। ওই টুকরো-গুলো এক সাথে সেলাই করে জুড়ে দিন। ১ নম্বর ছবির ক'য়ের মত। বালিসের খোল যেমন হয় তেমন করে সেলাই



করবেন। সবদিক করবেন না। মাথার দিক খোলা রাখবেন। হাত ও পায়ের শেষের দিকও খোলা রাখবেন। ওই খোলা দিক দিয়ে ধানের তুঁষ ভরে দেবেন। বালিসের খোলের মধ্যে যেমন করে তুলো ভরে, ঠিক তেমনি করে পুতুলের খোলের মধ্যে তুঁষ ভরে দেবেন (২ নম্বর ছবি দেখুন)। তুঁষ ভরা হয়ে গেলে মাথার দিক এবং হাতের পাতা আর পায়ের পাতা সেলাই করে বন্ধ করে দিন ; ২ নম্বর ছবির ক'য়ের মত। এবার খুব সরু সরু কাপড়ের

টুক্‌রো দিয়ে গলা, হাত, পা, এবং কোমর বেঁধে দিন। ২ নম্বর ছবির খ'য়ের মত করে। বাঁধা হয়ে গেলে কালো কাপড় সেলাই করে চুল করুন। যদি মেয়ে পুতুল করতে



চান তবে খোপার কাছে কালো সুতো দিয়ে একটি উঁচু করে খোপার মত করে সেলাই করুন। তারপর লাল টক্‌টকে সুতো দিয়ে একটি ফুল করে দিন (৩ নম্বর ছবি দেখুন)। সব হয়ে গেলে একটুকরো বড় কাপড় নিয়ে ওপর দিকে সেলাই করে ঘাগরার মত কুঁচি দিয়ে পুতুলের কোমরের কাছে বেঁধে দিন। আর একটি কাপড়ের টুক্‌রো



মাথার দিকে খোঁপার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে কোমরের কাছে বেঁধে দিন। এটা হবে পুতুলের উড়নি। ঘাগ্‌রা আর উড়নি বেশ রং মিলিয়ে করবেন। যেমন, পুতুলের রং যদি হল্‌দে হয় তবে উড়নির রং হবে সবুজ আর ঘাগরার রং হবে লাল। যদি পুতুলের রং গোলাপী হয় তাহলে উড়নির রং হবে বেগুনি এবং ঘাগরার রং হবে কালো। এর ওপর যদি পুঁতির মালা আর চুড়ি পরাতে পারেন তাহলে আপনার পুতুল ঠিক রাজকন্যার মত দেখতে হবে। এগুলি যদি আপনারা, আপনাদের ছেলেমেয়েদের হাতে খেলতে দেন তবে তারা খুব মজা পাবে এবং আপনারাও আনন্দ পাবেন।

সোলার পাখী

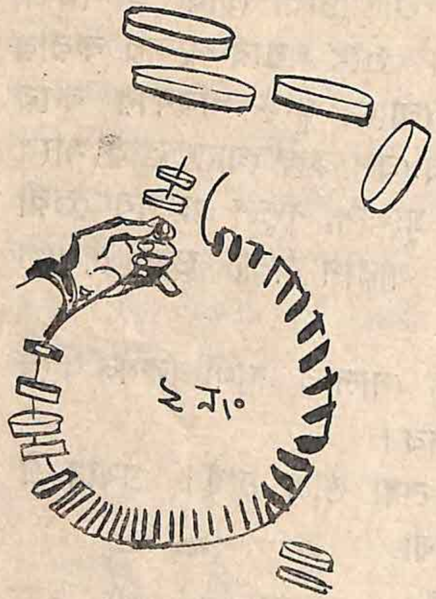
আপনি যে ঘরে থাকেন, সে ঘরটি যদি ছোটখাটো হাতের তৈরী জিনিস দিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন তা হলে ঘরটি যতই ভাঙাচোরা হোক না কেন, সেই ঘর সুন্দর দেখতে লাগবে। তবে ঘরকে সুন্দর করার গোড়ার কথা হচ্ছে যে, ঘরটি ঝেড়ে, মুছে পরিষ্কার করে রাখা। ঘরের চাল আড়া এসব বেশ করে ঝেড়ে তার সাথে যদি সোলার তৈরী ফুল, পাখী, মুখোস, পুতুল এই সব তৈরী করে ঝুলিয়ে রাখেন তাহলে খারাপ ঘরটি ভাল দেখতে লাগবে।

এখানে আমি আপনাদের সোলার পাখী কেমন করে তৈরী করতে হয় সেই কথা বলব।

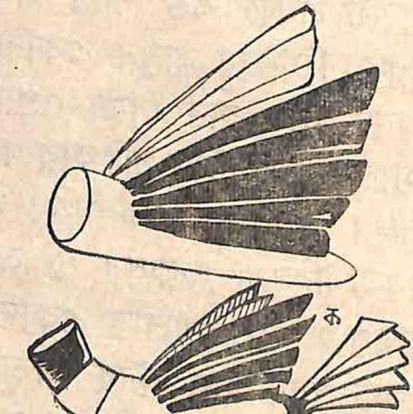
সোলার একটি দু'হাত লম্বা ডাল চাই। প্রথমে ঐ ডালটি একটি বড় পাত্রে অথবা পুকুরে ভিজিয়ে রাখুন একদিন। ভিজে নরম হয়ে গেলে ওপরের কালোছালটি চেঁছে পরিষ্কার করে নিন। তারপর এক বিঘৎ মত একটি টুক্‌রো করুন। ১ নম্বর ছবির মত ঐ সোলার একদিকে একটু সরু করে চেঁছে ফেলুন। দু' আঙুল মত লম্বা আর একটি ছোট টুক্‌রো কাটুন। এক বিঘৎ লম্বা টুক্‌রোটি লাল আলতার জলে ভিজিয়ে রাখুন। আর দু'আঙুল টুক্‌রোটি কাপড় কাচা নীলে ভিজিয়ে রাখুন। এবার এক বিঘৎ লম্বা আর একটি



সোলার টুকরো কেটে নিন। এক নম্বর ছবির ক'য়ের মত ঐ সোলাটির থেকে একটি ধারালো পাতলা ছুরি দিয়ে পাতলা পাতলা করে পনেরটি টুকরো করুন। তারপর বাকি সোলার ডালটি নিয়ে গোল গোল চাক্তির মত করে কতকগুলি কেটে নিন। সবগুলি কাটা হয়ে গেলে, আগের কাটা পাতলা পনেরটি টুক্‌রো হলুদ জলে ভিজিয়ে দিন। আর গোল চাক্তিগুলো লাল, নীল, হলুদ, রংয়ে ভিজিয়ে দিন। কতকগুলি সাদা রাখবেন। সবগুলোতে ভালো করে রং ধরে গেলে, তুলে নিন। এবার একটি দু'হাত লম্বা সরু



তারে ঐ চাক্তিগুলি রং মিলিয়ে গেঁথে ফেলুন। সব গাঁথা হয়ে গেলে তারের দুই মুখ এক সাথে করে পেঁচিয়ে গোল করে নিন (দু'নম্বর ছবি দেখুন)। তারপর জিওল গাছের আঠা দিয়ে ঐ এক বিঘৎ লম্বা আর একদিক সরু লাল সোলাটির এক পাশে ঐ পাতলা হলুদ রংয়ের পাঁচটি টুক্‌রো জুড়ে দিন (তিন নম্বর ছবি দেখুন)। এক পাশ হয়ে গেলে অপর পাশ ঠিক এমনি করে আরও



৩ নং

পাঁচটি টুকরো জুড়ে দিন (তিন নম্বর ছবির 'ক' দেখুন)। এবার দু আঙুল লম্বা নীল টুকরোটি এক ফালি পাতলা সাদা সোলার টুকরো পটির মত করে ঐ লম্বা লাল টুকরোটির সহিত জুড়ে দিন। বাকি যে পাঁচটি হলুদ রংয়ের টুকরো আছে সেগুলি এক বিঘৎ লম্বা লাল সোলার সুঁচলো দিকে পরপর লেজের মত এঁটে দিন। চার নম্বর ছবি দেখুন। এখন এটি



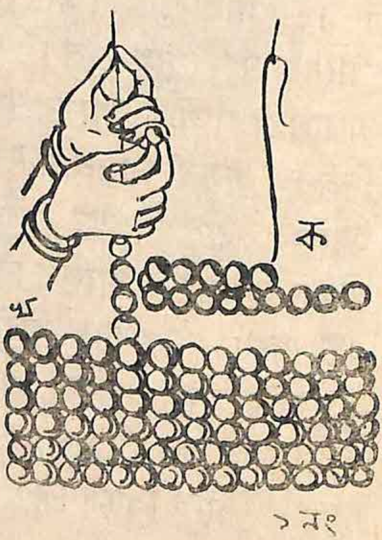
একটি পাখীর মত দেখতে হয়েছে। বাকি আছে ঠোঁট, চোখ আর পা। খুব ছোট এবং একদিক সুঁচলো একটি সোলা লাল রংয়ে ডুবিয়ে চার নম্বর ছবির ক'য়ের মত করে দু'আঙুল লম্বা নীল রংয়ের সোলার সাথে এঁটে দিন। দুটি কুঁচফল দু'দিকে চোখের মত করে আলপিন দিয়ে গেঁথে দিন। চার আঙুল মত দুটি সরু তার লম্বা টুকরোটির নীচে পায়ের মত গেঁথে দিন। আপনার পাখী তৈরী হয়ে গেলো। এবার ঐ পাখীটি আগের তৈরী গোল সোলার দাঁড়ে বসিয়ে দিন। দেখুন আপনার তৈরী পাখী দাঁড়ে কেমন সুন্দর বসে আছে। এই পাখীটি এখন আপনার ঘরের আড়ার সাথে রঙিন কাপড়ের পাড়ের দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। এটি দেখে, আপনার বাড়ীর বড়রা এবং ছোটরা সকলেই খুব খুসি হবে। আর একটু মন দিয়ে যদি তৈরী করার অভ্যাস করেন তাহলে, হাটে বাজারে, বাচ্চা ছেলেদের হাতে দিতে অনেকে কিনে নিতে পারে।

কুঁচ ফলের পয়সা রাখা ব্যাগ

কত সামান্য জিনিস দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করা যায়। সেই চেষ্টা করাই আমাদের লক্ষ্য। শুধু সুন্দর নয় দরকারি জিনিসপত্রও তৈরী করা যায়। আপনারা গাঁয়ে বাস করেন তো? নিশ্চয়ই কুঁচফলের গাছ দেখেছেন? কুঁচ গাছে কোটোর মত ফল দেখা যায়। সেই কোটোর মধ্যে লাল লাল ছোট ছোট কুঁচফল থাকে। যখন পেকে শুকিয়ে যায় তখন ঐগুলি পাড়তে হয়। আজকে আমি আপনাদের বলব, কেমন করে এই কুঁচফল দিয়ে ব্যাগ তৈরী করা যায়।

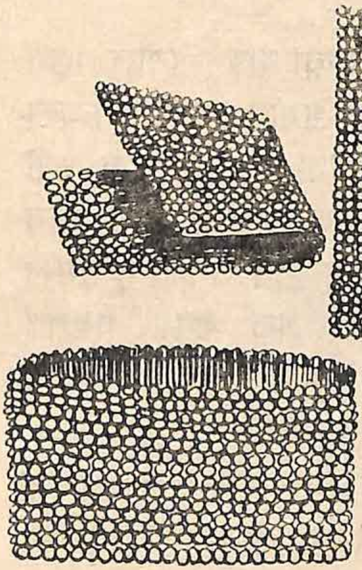
চাল মাপা কুন্‌কে আছে তো আপনাদের? সেই কুন্‌কের উঁচু উঁচু এক কুন্‌কে কুঁচফল নেবেন। দেখবেন কুঁচফলগুলি যেন বেশ লাল টক্‌টকে হয়।

প্রথমে কুঁচফলগুলি একটি পাত্রের জলে ভিজিয়ে রাখবেন। ভিজে অল্প নরম হয়ে গেলে একটি মাঝারি মাপের সুঁচ নিয়ে সুতো ভরে, ঐ কুঁচফল একটি একটি করে গাঁথুন। এমনি করে এক হাত লম্বা হলে সুঁচটি ঘুরিয়ে একটি কুঁচফলের মাপে সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে নিন



১ নং

(এক নম্বর ছবি দেখুন)। আবার একটি কুঁচফল নিয়ে গাঁথুন। তারপর ঐ লম্বা গাঁথা কুঁচফলের মধ্যে পেঁচিয়ে নিন। এমনি করে একটির পর একটি গেঁথে পেঁচিয়ে ঐ লম্বা লাইনের শেষ অবধি আসুন। এবার ওটি ঘুরিয়ে নিন। আবার ওই লাইনের মত একটি করে কুঁচফল গেঁথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লাইন শেষ করবেন (এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন)। এমনি করে গেঁথে এক বিঘৎ মত চওড়া হলে মুখ বন্ধ করে দিন। একটি বড় গিঁট দিয়ে ঘর বন্ধ করতে হয়।



২নং

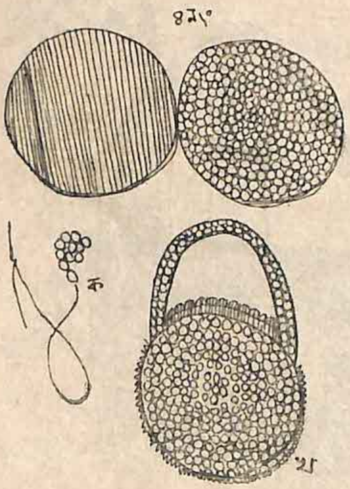


৩নং

আবার এক হাত সুতো সুঁচে পরিয়ে নিন। এই সুতোতেও ঐ আগের মত করে কুঁচফল গাঁথুন। ছয় লাইন গাঁথা হয়ে গেলে ঘর বন্ধ করে দেবেন। এক নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। এবার এক বিঘৎ চাওড়া ঐ কুঁচফলের

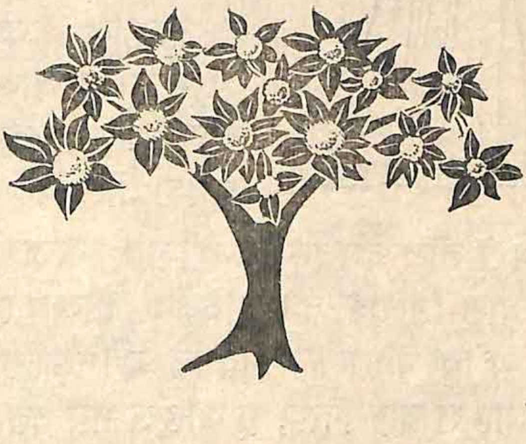
টুকরো ভাঁজ করুন। লাল সুতো দিয়ে ঐ টুকরোটির তিন পাশ সেলাই করে জুড়ে দিন। দেখুন একটি ব্যাগের মত হয়েছে (দু নম্বর ছবি দেখুন)। এবার আর একটি লম্বা টুকরো, যেটা পরে গেঁথেছেন সেই টুকরোটি ঐ ব্যাগের দুই পাশে সেলাই করে জুড়ে দিন। (তিন নম্বর ছবি দেখুন)। এরপর তিনটি টিপ বোতাম নিন। ঐ থলির দুই পাশে সেলাই করে দুটি টিপ বোতাম বসিয়ে দিন। এবার মাঝখানে একটি বসিয়ে দিন। দেখুন এক লম্বা ধরণের চৌকো পয়সার ব্যাগ তৈরী করে ফেলেছেন আপনি।

এই ব্যাগ আবার গোল ধরণের করা যায়। গোল গড়ন করতে হলে প্রথমে চারটি কুঁচফল গাঁথুন। গাঁথা হয়ে গেলে ওটি গোল করুন (চার নম্বর ছবি দেখুন)। তারপর একটি কুঁচফল নিয়ে আগের মত করে পরপর সাজিয়ে গাঁথুন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করার সময়ে প্রতি লাইনে চার-পাঁচটি করে কুঁচফল বেশী নেবেন। যেমন, প্রথম লাইনে যদি চারটি কুঁচফল থাকে তাহলে দ্বিতীয় লাইনে থাকবে সাতটি। তৃতীয় লাইনে দেবেন এগারটি। এমনি করে সুতো যতবার ঘুরে আসবে তত কুঁচ ফলের সংখ্যা বাড়বে (চার নম্বর ছবির 'ক' দেখুন)। সুতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল ছোট রেকাবির মত হলে ঘর বন্ধ করে দিন। তারপর ঐ রকম আর একটি



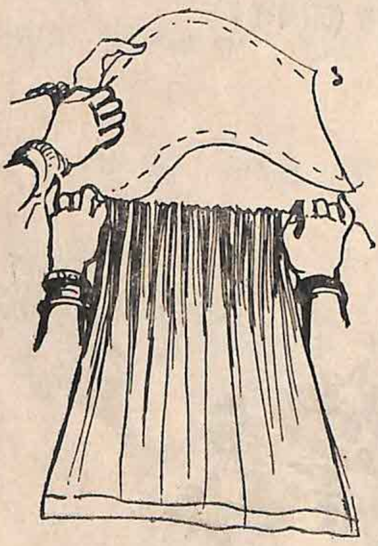
গোল তৈরী করুন। করা হয়ে গেলে, চার আঙুল ফাঁক রেখে লাল সুতো দিয়ে দুটো চাক্তি সেলাই করে জুড়ে দেবেন।

এবার প্রথম ব্যাগের মত একটি লম্বা টুকরো তৈরী করে ব্যাগের দুই মুখে জুড়ে দিন। চার নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। কি সুন্দর লাল টক্‌টকে ফুলের মত একটি ব্যাগ হয়েছে আপনার। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ঐ চার আঙুল ফাঁকটাকে দুটি টিপ বোতাম বসিয়ে নেবেন।



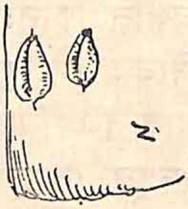
কড়ির বটুয়া

আপনারা অনেকেই চুপ্‌ড়ি বুন্‌তে জানেন নিশ্চয়ই ? যদি না জানেন তাহলে পরে আমি চুপ্‌ড়ি তৈরী করার নিয়ম বলে দেব। আপাতত আপনারা বাজার থেকে একটি ভালো দেখে ছোট চুপড়ি কিনে আনুন। ঐ চুপড়ি দিয়ে বটুয়া তৈরী করার নিয়ম আজ আমি আপনাদের বলবো। এই বটুয়া তৈরী করতে দরকার হবে,—একটি ছোট চুপড়ি, মানে, আট কড়াইয়ের সময়ে যে চুপড়িতে করে আপনারা বাচ্ছাদের খৈ বাতাসা দেন সেই চুপড়ি কতকগুলি কড়ি, একটু হলুদ সুতো আর এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া লাল অথবা নীল কাপড়।

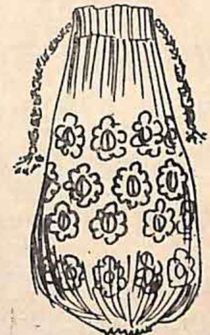


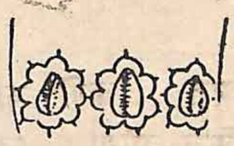
প্রথমে ঐ নীল কাপড়টির মাথার দিকে চার আঙুল মত মাঝে মুড়ে সেলাই করে নিন। মাঝখানে যেন দড়ি ভরার মত ফাঁক থাকে। তারপর কাপড়টির নীচের দিক থেকে ছয় আঙুল বাদ দিয়ে, দু আঙুল পর পর একটি করে কড়ি বসিয়ে যান। এক নম্বর ছবি দেখুন। এক সারি বসানো হয়ে গেলে পরের সারি আগের সারির মত করে বসিয়ে যান। তবে প্রথম সারির কড়ি যেখান থেকে বসাতে আরম্ভ করবেন, পরের সারিতে তার মাঝখান থেকে

বসাবেন। এমনি করে সারা কাপড়টিতে বসানো হয়ে গেলে দেখবেন কড়িগুলো ঠিক যেন বরফির আকার ধারণ


২

করেছে। দু নম্বর ছবি দেখুন। এবার একটি সুচে হলদে রংয়ের সুতোটি ভরে ঐ কড়িগুলির চারপাশে পদ্ম ফুলের মত করে সেলাই করুন। এই সেলাইগুলি কেমন করে করতে হয় বলছি শুনুন এবং পাশের ছবি দেখুন। প্রথমে কড়ির মাথার দিকে সুচটির ফোড় তুলুন। তারপর সতোটি ঘুরিয়ে সুচের মাথার দিকে এনে এক আঙুল বাদ দিয়ে আবার একটি ফোড় তুলুন। এমনি করে কড়ির চার-পাশে ঐ ধরণের ফুল তুলতে হবে। সবগুলির ফুল তোলা হয়ে গেলে কাপড়টি নীচের দিকে তিন নম্বর

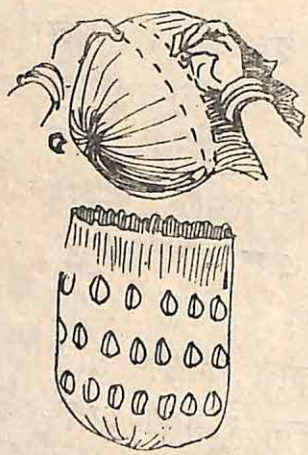

৩



ছবির মত করে সেলাই করুন। তারপর সুতোর দুই দিক ধরে টেনে কুঁচিয়ে গোল থলির মত করুন। পাশের দিক সেলাই করে জুড়ে দিন। চার নম্বরে মত ঐ ছোট চুপড়িটি থলিটার মধ্যে বসিয়ে দিন। বসানো হয়ে গেলে একটি হলুদ রংয়ের সুতো দিয়ে চুপড়িটির সাথে নীল অথবা লাল কড়ির কাজ করা


৪

কাপড়টি সেলাই করে দিন। পাঁচ নম্বর ছবি দেখুন। এবার হলুদ স্থতো নিন এক গোছা। সেগুলি দিয়ে একটি লম্বা বিন্থনি করুন, আপনারা যেমন করে মাথায় চুলে বিন্থনি করেন তেমন করে। তারপর কাপড়টির মাথার দিকের সেই দু আঙুল চওড়া পাড়টার মধ্যে ভরে দিন। এবারে বিন্থনির দুই মুখ ধরে টান্থন। মুখটি বন্ধ হয়ে যাবে। দেখুন কেমন



স্থন্দর একটি থলি আপনি তৈরী করেছেন। এর নাম কড়ির বটুয়া। কোথায় বেড়াতে গেলে এর ভিতরে আপনি পয়সা এবং খুব দরকারি ছোট খাটো জিনিস নিতে পারবেন। যদি বেশী কিছু রাখতে চান তবে চুপড়িটি বড় নেবেন এবং কাপড়ও বড় নেবেন। বড় থলিতে ফল ফলাদি রাখতে পারবেন এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। মেয়ের বিয়ের তত্ত্বে এই কড়ির বটুয়া সাজিয়ে দিতে পারেন।

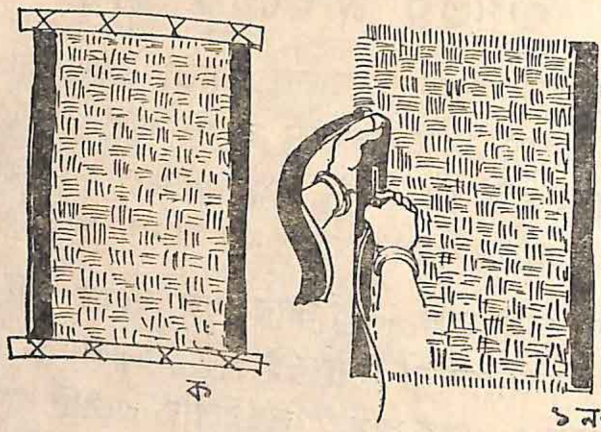
কাঠির মাদুরের ছবি

ঘরে ছবি না থাকলে ঘরের শোভা বাড়ে না। কিন্তু সব সময়ে ভালো ছবি জোগাড় করা সহজ নয়। বিশেষ করে গাঁ ঘরে ছবি বড় একটা পাওয়া যায় না। অথচ ঘরের দেয়ালে দু একট ছবি না থাকলে ঘর মানায় না।

এখন কথা হচ্ছে,—কি করে খুব সহজে ছবি পাওয়া যায় ? কেন আপনারা নিজেরই ছবি করুন না! কেমন করে করবেন ? সেই কথাই তো বলতে এসেছি আপনাদের কাছে। খুব সহজেই আপনারা এই ছবি তৈরী করতে পারবেন। আর এই ছবি তৈরী করতে জিনিস লাগবে খুব সামান্য। আপনারা যা ফেলে দেন এমন জিনিষ দিয়েই এগুলি তৈরী করা যায়।

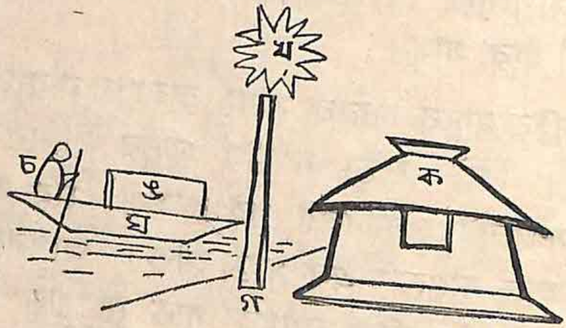
সরু কাঠির মাদুর অনেক সময়ে ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়ে যায়। সেই ছেঁড়া কাঠির মাদুর থানিকটা কেটে রাখুন। যেখানটা ছেঁড়া নেই সেই জায়গা থেকে কাটবেন। লম্বায় এক হাত চাওড়ায় এক মুঠো হাত। আপনাদের পরা পুরনো শাড়ীর ছেঁড়া নীল রংয়ের পাড় জোগাড় করুন দু হাত। দুটো বাঁশের চটা এক মুঠো হাত মাপের মত বেশ ভালো করে চেঁচে পালিশ করে রাখুন। ভালো পাটের সুতো হলুদ রং করে রাখুন। সুপারি গাছের খোল (যার ভিতরে সুপুরির ফুলগুলি থাকে) জলে ভিজিয়ে রাখুন। প্রথমে নীল পাড় দুটো দুপাশে সেলাই করে দিন। এক নম্বর ছবি দেখুন। এবার ঐ বাঁশের চটা দুটো ওপরে আর নীচে পাটের সুতো দিয়ে সেলাই করে দিন।

এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। চটা গুলো লাগানো হয়ে গেলে



১ নং

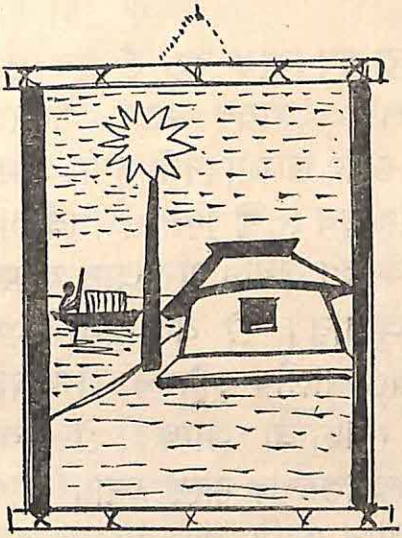
দু' নম্বর ছবির নক্সা অনুযায়ী ঐ ভিজানো সুপারি গাছের খোলটি কেটে নিন। 'ক' কুঁড়ে ঘরের চাল, 'খ' তাল গাছের



২ নং

পাতা, 'গ' তাল গাছের গুঁড়ি, 'ঘ' নৌকা, 'ঙ' নৌকার ছৈ, 'চ' মাঝি। এগুলি কাটা হয়ে গেলে তিন নম্বর ছবির মত মাদুরের মধ্যে সুচ সুতো দিয়ে এঁটে দিন। আঁটা হয়ে গেলে ভূষো কালি দিয়ে নৌকাটি রং করুন। গাছের পাতা বেটে সেই পাতার রস দিয়ে তাল গাছের পাতাগুলো রং করুন, হলুদ বাটা আর পাতাবাটা মিশিয়ে কুঁড়ে ঘরের চাল, তাল গাছের গুড়ি এবং মাঝির রং করুন।

কাপড়ের দেয়া নীল দিয়ে নদীর জলের রং করুন। হলুদ বাটা দিয়ে নৌকার ছৈ'য়ের রং করুন। ছবি শেষ হলে মাথার দিকে চটাটি হলুদ রংয়ের পাটের পাকানো দড়ি



৩নং

দিয়ে বেঁধে দেয়ালে টাঙিয়ে দিন,—দেখুন কি চমৎকার ছবি তৈরী করেছেন আপনি। এমনি করে দেয়ালে টাঙালে দেখতে সুন্দর হয়। আর যদি ঘরের দেয়ালে মাটি উঠে যাওয়া, ভাঙা, দাগ ইত্যাদি খারাপ দেখতে নোংরা চেহারা থাকে তা ঢাকা পড়ে যাবে। আবার যদি আপনারা নতুন কাঠির মাদুর এবং ভালো রং দিয়ে এগুলি তৈরী করতে পারেন তা হলে হাটে বাজারে বেশ ভালো দামে বিক্রী করতে পারবেন।

কুচো কাগজের কুন্‌কে ও মুখোশ

বাঙালীদের সব থেকে বড় উৎসব ও আনন্দের পূজা শেষ হয়ে গেলো এবছরের মত। সকলেরই মন খারাপ, কারণ আমাদের জগৎ জননী দেবী দুর্গা এসে চলে গেলেন। কিন্তু এ দুঃখ নিয়ে খুব বেশী দিন আপনারা বসে থাকবেন না নিশ্চয়ই ? কারণ অঘ্রাণ মাস এসে যাচ্ছে, নবান্নের জন্যে তৈরী হতে হবে আবার। ঐ নবান্নের উৎসবও কম নয়। ঐ নবান্নের সময়েও আত্মীয় কুটুমের আসা যাওয়া আছে, ঘর দোর সাজানো গোছানো আছে। ঐ নবান্নের উৎসবকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্যে আমি আপনাদের সাহায্য করবো। এর আগে আমি আপনাদের কাগজ কেটে ফুল এবং ফুলের মালা তৈরী করার নিয়ম বলেছি। আজ আমি আপনাদের ছেঁড়া কাগজের ছাঁচে তৈরী নানা সোখিন জিনিসের কথা বলব। এই ছেঁড়া কাগজ দিয়ে অনেক রকমের ঘরের দরকারি জিনিস তৈরী করা যায়। যেমন, ধরুন চাল মাপা কুনকে ; আপনাদের ঘরে চাল মাপা কুন্‌কে আছে নিশ্চই ? সেই কুন্‌কের ছাঁচে আরও কয়েকটি কাগজের কুন্‌কে তৈরী করুন।

প্রথমে পুরানো খবরের কাগজকে খুব ছোট ছোট করে কুচিয়ে নিন। তারপর সেই কুচিগুলি একটি পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। বেশ ভিজে গেলে ঐ টুকরোগুলি নিয়ে আপনাদের চাল মাপা কুন্‌কের ওপর দিয়ে বেশ ভালো করে থাপ্‌ড়ে

থাপড়ে লাগিয়ে দিন এক নম্বর ছবির মত করে। বেশ মোটা করে কাগজের মণ্ডটি লাগাবেন। লাগানো হয়ে গেলে একটু সময়ে রেখে দিন তারপর আস্তে আস্তে তুলে ফেলুন। এবার একটি পাত্রে বেশ গাঢ় করে গঁদের আঠা গুলুন। তারপর ঐ আঠা কাগজের কুন্‌কেটির ওপর লাগিয়ে দিন। আঠাটি গোলার সময়ে আপনাদের ইচ্ছামত করে মিশিয়ে নিন। আঠা লাগানো হয়ে গেলে



১নং

শুকোতে দিন। দেখুন কেমন চমৎকার একটি কাগজের কুন্‌কে আপনি তৈরী করেছেন। যদি কুন্‌কের রং গোলাপী করতে চান তবে আঠার সাথে একটু আল্‌তা মিশিয়ে নেবেন। যদি হলুদ রং করতে চান তবে আঠার সাথে একটু হলুদ মিশিয়ে নেবেন। যাক্‌, কুন্‌কেটি শুকিয়ে গেলে চালের পিটুলি দিয়ে দু'নম্বর ছবির নকসাটি ঐ কুন্‌কের ওপর আঁকুন।



২নং

ওই নকসাটি সাদা, কালো, লাল রং দিয়ে আঁকবেন। চালের পিটুলী দিয়ে সাদা রং করবেন, হ্যারিকেনের ভুষো দিয়ে কালো রং করবেন আর সিঁদুর দিয়ে লাল রং করবেন। এই কাগজের কুন্‌কে দিয়ে অবশ্য চাল মাপা

করবেন না অথবা জল লাগানোও যাবে না। তবে শুকনো খাবার জিনিষ এতে রাখা যাবে। যেমন ধরুন কোন ব্রত, পূজোর সময় এতে করে খৈ মুড়কি সাজিয়ে দিতে পারেন। আবার ঘর সাজাতে কুলুঙ্গির ওপর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারেন। এই মণ্ড দিয়ে পুতুল, খেলনা কোষাকুষি, বাটি, থালা ইত্যাদিও তৈরী করা যায়। আবার এ দিয়ে মুখোশও তৈরী করা যায়। মুখোশ তৈরী করতে হলে একটি মাটির মূর্তির মুখের ওপর কাগজের কুচোগুলো দিয়ে চেপে চেপে ছাঁচ করতে পারেন, আবার শুধু হাতেও তৈরী করতে পারেন। ভেজানো কুচো কাগজগুলো একটি পিতলের সরার ওপরে

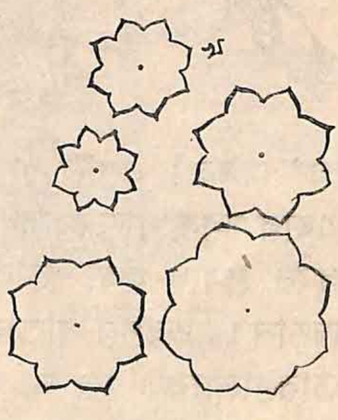


৩ নং

থাপড়ে থাপড়ে গোল করে তুলে নিন। তারপর আঙুল দিয়ে মাঝখানটি একটু তুলে দিন থাকের মত, নাকের দুপাশে ওপরের দিকে দুটো ফুটা করে দিলেন চোখের মত। তারপর শুকিয়ে গেলে কালি, ভূষো, আলতা, চকখড়ি, হলুদ ইত্যাদি দিয়ে মুখের নকসা আঁকুন তিন নম্বর ছবির মত করে। যদি কালো মুখোশ করতে চান তাহলে সমস্ত মুখের ওপর কালির বড়ি গুলে রং করে ফেলুন। তারপর ভূষো দিয়ে চোখ ভ্রূ, নাক আঁকবেন, লাল দিয়ে ঠোট করবেন। সব শেষে চোখের পাশে খড়ি দিয়ে সাদা রং করে দেবেন। এই মুখোশগুলো যদি তৈরী করে আপনাদের ছেলেমেয়েদের দেন তাহলে ওরা খুব আনন্দ পাবে।

তার ও আঁশের ফল পাতা

এবার আপনাদের বল্‌ব—মাছের আঁশের ফুল গাছের কথা। এগুলো তৈরী করে ঘরের দেয়ালে টানিয়ে রাখলে খুব সুন্দর দেখায়। ঐ আঁশের ফুলগাছ তৈরী করতে লাগবে বেশ বড় আকারের মাছের আঁশ। সেই জন্যে আপনানের একটু নজর রাখতে হবে। কোন বাড়ীতে বিয়ে, পৈতে, মুখে ভাত ইত্যাদিতে বেশ বড় বড় মাছ আসে নিশ্চই। সেই সব বাড়ীতে মাছ কোটার সময়ে আঁশগুলো ফেলে না দিয়ে সেগুলো তুলে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে রোদ শুকিয়ে রেখে দেবেন। এমন করে ধোবেন যে আঁশের ওপরের ছালটি যেন উঠে যায়। মাছের আঁশ জোগাড় করা এবং পরিষ্কার করা হয়ে গেলে, খানিকটা সরু তার জোগাড় করুন হাত দু'য়েকের মত। কিছু সবুজ রংয়ের ভালো কাপড়ের সুতো। আর চাই একটি মাটির গেলাস।



১নং

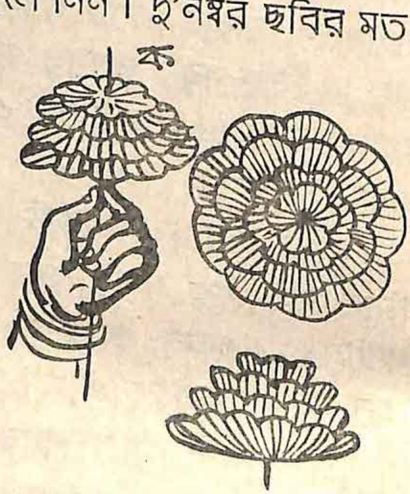
প্রথমে মাছের একটি আঁশ নিয়ে খুব সরু কাঁচি দিয়ে এক নম্বর ছবির মত করে কাটুন। ধরুন, আপনি আপনার গাছটিতে পাঁচটি ফুল করবেন। তাহলে পাঁচটি আঁশ একই ধরণের কাটবেন। এক নম্বর ছবির মত করে প্রথমে পাঁচটি আঁশ কাটবেন। তারপর ক'য়ের মত আর একটু বড় আঁশ নিয়ে কাটুন। এগুলিও পাঁচটি একরকম হবে। তারপর ক্রমে ফুলের

পাপড়িগুলো আরো বড় করে কাট্‌তে হবে। এমনি করে প্রথমে ছোটর থেকে বড় করে কাটতে হবে। চার থাক পাপড়ির ফুল হ'লে, কুড়িটি আঁশ দরকার। প্রত্যেকটির মাপের আঁশ পাঁচটি করে কাটতে হবে। সবগুলো কাটা হয়ে গেলে আলাদা করে ভাগ করে রেখে দিন। এবারে ঐ তারটি নিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লম্বা করুন। দু'নম্বর ছবির মত। তারপর থানিকটা তার কেটে ছোট ছোট দশটি টুকরো করুন। কাটা হয়ে গেলে ঐ টুকরোগুলো গোল করে পেঁচিয়ে নিন। একটু লম্বা ধরণের হবে। দু-নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। এগুলি হবে ঐ গাছের পাতা। দশটি পাতা হবে।



২নং

এবার সবুজ পাড় থেকে সুতো তুলে নিন। দু'নম্বর ছবির মত করে প্রথমে লম্বা তারটিতে জড়ান। এরপর পাতার মত তারগুলোকে সবুজ সুতো দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে জড়িয়ে নিন। দু'নম্বর ছবি দেখুন। সব পাতাগুলো সুতো জড়ানো হয়ে গেল, পাতাগুলি ঐ লম্বা তারটির সঙ্গে এদিক ওদিক করে বেঁধে দিন। ২নং ছবি দেখুন। এবার দেখুন আপনি



৩নং

একটি ডাল আর কয়েকটি পাতা তৈরী করেছেন। তারপর ঐ আঁশের কাটা পাপড়িগুলি একটি হলুদ সুতো মাঝখান থেকে চালিয়ে দিয়ে একটির পর একটি গাথুন। তিন নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। পাপড়িগুলো ছোটর থেকে বড় হবে। দেখুন একটি সুন্দর ফুল হয়েছে। এমনি করে পাঁচটি ফুল তৈরী করুন। ফুলগুলো তৈরী হয়ে গেলে ঐ ডালের সঙ্গে পাতার পাশে পাশে সবুজ সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। চার নম্বর ছবির 'খ'য়ের মত। এবার দেখুন একটি ডালে দশটি পাতা আর পাঁচটি ফুল ফুটে রয়েছে। এখন এই ডালটি মাটির গেলাসে বসিয়ে দিন। ডালটি বসানোর আগে গেলাসটি চূণ দিয়ে সাদা রং করে নেবেন। সব হয়ে গেলে ঐ গেলাসটি রং করা ভালো পাটের দড়ি আর পেরেকের সাহায্যে দেয়ালের সঙ্গে এঁটে দিন। দেখুন কত সামান্য জিনিষ



৪নং

দিয়ে আপনি কত সুন্দর জিনিষ তৈরী করেছেন। ইচ্ছে করলে আপনি একটি ডালের বদলে দু'টি অথবা তিনটি ডালও এক সঙ্গে করতে পারেন। আবার যদি রঙিন ফুল করতে চান তবে আঁশগুলোকে রং করে নিতে পারেন।

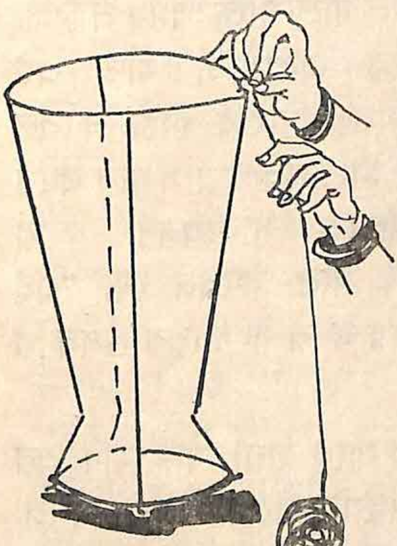
তার ও সুতোর ফুলদানি

এবার আপনাদের কাছে আমি বলব ফুলদানি তৈরীর কথা। আপনারা হয়তো ভাবছেন, "আমাদের ঘরে আবার ফুলদানির কি দরকার !" দরকার আছে বই কি! ভালো জিনিস সকলেরই চাই। একটি ফুলদানিতে, ফুল সাজিয়ে যদি আপনি আপনার ঘরে রাখেন তবে দেখতে খুব ভালো দেখাবে, তা সে আপনার ঘর যতই ছোট আর খারাপ হোক না। আপনার ছোট ঘরটিকে যদি ঝেড়ে মুছে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখেন তবে দেখবেন আপনার সেই ছোট ঘরটি কত সুন্দর দেখাচ্ছে। তাছাড়া ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখলে বাড়ীতে অসুখ বিসুখ কম হয়। যাক্ এবার শুনুন, কত অল্প জিনিস দিয়ে এই ফুলদানি তৈরী করা যায়। এটি করতে লাগবে কিছু সরু তার ও নানা রংয়ের কিছু সুতো। সুতো যদি কিনতে না পারেন তাহলে পাড়ের সুতো দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে। তবে আপনারা যদি কেনা সুতো দিয়ে ফুলদানি তৈরী করতে পারেন তাহলে এগুলি হাটে-বাজারে বিক্রী করতে পারবেন।

এবার বলছি তৈরী করার নিয়ম ঃ

প্রথমে অল্প একটু তার কেটে নিয়ে দুই মুখ পেঁচিয়ে একটি গোল চুড়ির মত করুন। তারপর এক মুঠো হাত মাপের-মানে পোনে এক হাত মাপের চারটি তার কাটুন। এবার ঐ গোল তারটির চারদিকে লম্বা তার চারটি দু ভাঁজ করে প্যাঁচ দিয়ে আটকে দিন। এক নম্বর ছবি দেখুন। এবার আরেক টুকরো তার নিয়ে আর একটি বড় চুড়ির

মত গোল করুন। তারপর ঐ চারটি লম্বা তারের মাথার সাথে আটকে দিন। এরপর সুতো নিয়ে এক দিক বেঁধে নিন। ঐ সুতোটি তারে সাথে প্যাঁচ দিয়ে গোলটির বিপরীত দিকে নিয়ে যান। দু' নম্বর ছবি দেখুন। এমনি করে গোল তারটি ঢেকে সুতো টানা দেবেন। গোল তারটি ভরাট হয়ে গেলে লম্বা তার গুলোকে পেঁচিয়ে একটির থেকে আর একটি তারের সাথে ঘুরিয়ে বুনে চলুন। দু' নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। প্রথমে কম সুতো ছাড়বেন, যত ওপরের দিকে বুনে উঠবেন তত সুতো ছাড়তে থাকবেন বেশী করে।



১নং



২নং

মানে নীচের দিকটি হবে সরু আর ওপর দিকটি হবে মোটা, দু' নম্বর ছবির খ দেখুন। এবার বলি শুনুন, কখন কোন রংটি দিয়ে বুনতে হবে। গোল চাক্তিটি হবে লাল সুতার। তার ওপরের সরু জায়গাটি হবে সাদা রংয়ের সুতো। দু' আঙুল মত সাদা রংয়ের সুতো দিয়ে বোনা হয়ে গেলে নীল সুতো দিয়ে বুনবেন। নীল সুতোর পর সাদা

সুতো দেবেন। শেষে মুখের কাছের বড় গোল তারটি লাল সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে মুড়ে ফেলবেন। এবার দেখুন, আপনি কেমন সুন্দর একটি ফুলদানি তৈরী করেছেন অথচ এতে আপনার কিছুই খরচ হয়নি। এটি আপনার ঘরের কুলুঙগীতে সাজিয়ে রাখুন। এর মধ্যে রোজ নানা ধরনের ফুল এনে রাখবেন। এতে ঘরের শোভা বাড়বে এবং ফুলের



৩নং

গন্ধে ঘরটি ভরপুর হয়ে থাকবে। দুপুর বেলাটা ঘুমিয়ে অথবা বাজে কথা মানে গাল-গল্পে সময় নষ্ট না করে আপনারা যদি এই ধরনের হাতের কাজ করেন তা হলে ঘরদোর সুন্দর করে সাজাতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে, "এই হাতের কাজ দিয়ে কিছু পয়সা উপায় করে সংসারের উপকার করবো" তাও করতে পারবেন।

এই ফুলদানিটি আরও সুন্দর করে করা যায় যদি এর মাঝে মাঝে দু' একটি করে রঙিন ছোট ছোট বোতাম বসানো যায়। এই বোতামগুলি সুচ সুতো দিয়ে সেলাই করে জুড়ে দিতে হবে। তিন নম্বর ছবি দেখুন।

তুলো ও গাছের ছালের ছবি

এবার আমি পাখির ছবি তৈরী করার নিয়ম বলছি।

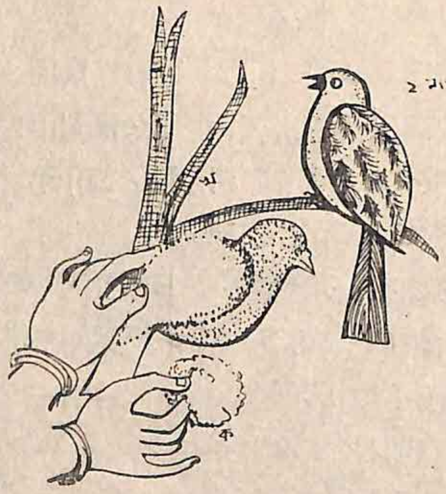
এতে লাগবে—এক হাত লম্বা আধ হাত চওড়া চাঁচরের চ্যাটাই এক টুকরো, সাদা তুলো খানিকটা, মুরগীর অথবা পাখির পালক, খেজুর গাছের জালি, লাল ও সবুজ কাগজ একটুখানি আর সামান্য খড়।

প্রথমে চাঁচরের চ্যাটাইটির চারপাশ কালো পাটের স্থতো দিয়ে মুড়ে নিন। এক নম্বর ছবির নক্সা অনুযায়ী দুটো সাদা কাগজ কাটুন। যদি নক্সাটি আঁকতে না পারেন তবে এক নম্বর ছবিটি ঐ পাতা থেকে কেটে নিয়ে উল্টো দিকে পেন্সিল ঘসে



কালো করে নিন। তারপর একটি সাদা কাগজের ওপর কালো দিকটা দিয়ে ওপর দিকের পাখির নক্সার রেখার ওপর পেন্সিল দিয়ে জোরে দাগ টানুন। সব দাগের ওপর পেন্সিল চালানো হয়ে গেলে পাতাটি তুলে নিন, দেখবেন সাদা কাগজের ওপর পাখির ছাপ পড়ে গেছে। এমনি পাখির নক্সা দুটো কাগজে ছাপবেন। এবার পাখির নক্সার পাশ দিয়ে কাগজ দুটি কেটে ফেলুন। এরপর ঐ কাটা পাখি দুটি চ্যাটাইয়ের ওপর আঠা দিয়ে দু নম্বর ছবির মত কোণা-কুনি বসিয়ে দিন। সাদা তুলো আঠা দিয়ে পাখি আঁকা কাগজের ওপর

'নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত করে আট্‌কে দিন। একটি একটি
করে পাখির পালক আঠা দিয়ে পরপর সাজিয়ে বসিয়ে দিন।
একটি লাল কাগজ ছোট তীরের ফলার মত করে কেটে
ঠোঁটের কাছে বসিয়ে দিন। ঐ লাল কাগজ বাংলা '২'এর



মত করে কেটে পাখির পেটের কাছে পায়ের মত করে বসিয়ে
দিন। পাখি দুটির চোখের জায়গায় কুঁচফল বসিয়ে দিন।
খেজুর গাছের মাথার কাছে যে জালের মত ছাল থাকে
সেই ছাল দু'নম্বর ছবির 'খ'য়ের গাছের ডালের মত করে
কেটে এঁটে দিন। সবুজ রংয়ের কাগজ পাতার মত কেটে
ঐ ডালের পাশে পাশে বসিয়ে দিন। গাছ আর পাখি হয়ে
গেলো। এবার কিছু খড় নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটি পাখির
বাসার মত ঝুড়ি তৈরী করুন। ঐ ঝুড়িটি দুটো ডালের
মাঝখানে বসিয়ে দিন। সুচ সুতো দিয়ে বসাবেন। তারপর
খুব ছোট ছোট চারটি তুলোর গুলি তৈরী করুন। ঐ ঝুড়ির
মধ্যে বসিয়ে দিন। ঐগুলি পাখির ডিম হ'লো। ছোট একটি
রঙিন সুতো চ্যাটাইয়ের মাথার কাছে ফাঁসের মত

সেলাই করে আটকে দিন। এটা দিয়ে ছবিটি পেরেকে ঝোলানো হবে। তিন নম্বর ছবি দেখুন। আপনার ছবি তৈরী শেষ হ'লো। প্রথমেই ছবি তৈরী করা খুব একটা ভালো হবে না। কারণ সব জিনিষ একবারেই ভালো করা যায় না। অভ্যাস করতে হয়। কিছু ছবি তৈরী করার পর দেখবেন আপনি কি চমৎকার ছবি তৈরী করতে পারছেন। এগুলি তৈরী করে মাসে একবার সহরের কোন দোকানে বিক্রীর জন্যে যদি দেন তবে তারা ছবিগুলি বিক্রী করে আপনাকে টাকা দিয়ে দেবে। অবশ্য দোকানীরাও কিছু লাভের অংশ নেবে। অথবা আপনারা নিজেরাই যদি ছবিগুলি কোন মেলায় এবং হাটে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে নিজেরাই বিক্রী করে টাকা পয়সা উপায় করতে পারবেন।

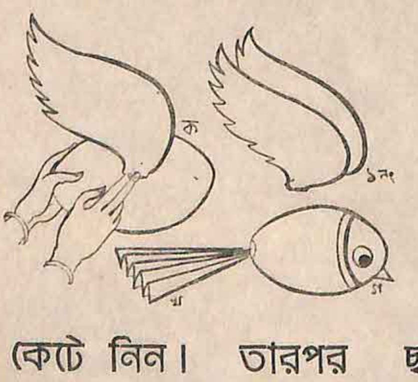

৩ নং

ডিমের খোল আর কাগজের পাখি

ডিমের খোলের থেকে পাখি তৈরী করা যায়। আর এই পাখি তৈরী করে হাটে বাজারে বিক্রী করে পয়সা উপায় করা যায়।

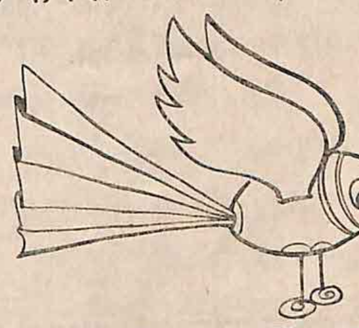
আজ আমি আপনাদের ডিমের খোলের পাখি তৈরী করার নিয়ম বলে দিচ্ছি। এতে বিশেষ কিছু লাগে না। যতগুলি পাখি তৈরী করবেন ততগুলি ডিমের খোল নেবেন। আর কিছু রঙিন কাগজ লাগবে। ডিমের খোল জোগাড় করা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। কারণ আপনাদের বাড়ীতে দু একটি হাঁস আছে নিশ্চয়ই ? আর সেই হাঁস কিছু না কিছু ডিম দেয় আপনাদের, এবং সেই ডিম ভাজা করে খান নিশ্চয়ই ? ডিম ভাজা করে ডিমের খোলগুলি ফেলে না দিয়ে ভালো করে ধুয়ে মুছে রেখে দিন। কয়েকটি জমা হলে পাখি তৈরী করুন। একটি জিনিষ খেয়াল রাখবেন। ডিম ভাঙার সময়ে যেন খুব বড় ফুটো না হয়।

প্রথমে দু আঙুল চওড়া, দু আঙুল লম্বা সবুজ রংয়ের কাগজ নিন। ঐ কাগজটি ১ নম্বর ছবির মত করে কেটে

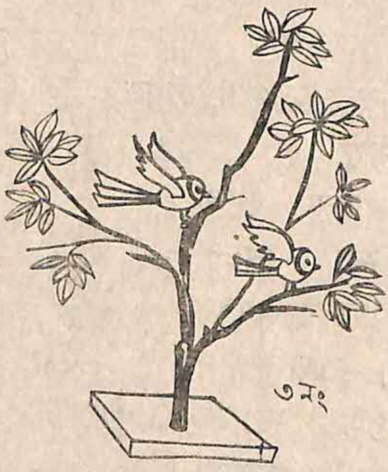


ফেলুন। ঐ দুটি হবে পাখির ডানা। ছবির 'ক'য়ের মত ডিমের খোলের দুই পাশে ডানা দুটি আঠা দিয়ে আটকে দিন। এবার ছয় আঙুল চওড়া একটি সবুজ কাগজ কেটে নিন। তারপর ছবির 'খ'য়ের মত খুব ছোট ছোট লম্বা-লম্বি ভাঁজ করুন। ভাঁজ করে এক দিক

আঠা দিয়ে সরু করে এঁটে নিন। তারপর ডিমের খোলের যেদিকে ফুটো আছে সেই দিকে ফুটোর মধ্যে কাগজের সরু দিকটি পুরে দিন। এক নম্বর ছবির 'গ' দেখুন। এটি হ'লো পাখির লেজ। এবার ঠোঁট। একটি লাল রংয়ের ছোট্ট কাগজ তিন কোণা করে কেটে নিয়ে লেজের বিপরীত দিকে আঠা দিয়ে বসিয়ে দিন। এখন বাকী থাকলো চোখ আর গলার কন্ঠি। একটি কালো কাগজ খুব সরু লম্বা করে কেটে ডিমের খোলের মাঝখানের একটু উপরে বসিয়ে দিন। এটি হল কন্ঠি। তারপর খুব ছোট টিপের মত দুটি কালো কাগজের চাক্তি ঠোঁটের দু'পাশে বসিয়ে দিন আঠা দিয়ে। এবার হ'লো পাখির চোখ। পাখি তো হ'লো, কিন্তু বসাবেন কেমন করে পাখি? হাঁ, তারও ব্যবস্থা আছে। দুটো চার আঙুল মাপের সরু তার নিয়ে এক দিক গোল করুন। দুটো তারেরই এক দিক করে গোল করবেন। তারপর তার দুটি আগুনে গরম করে ডিমের খোলের নিচের দিকের পেটের কাছে বসিয়ে দিন একটি একটি করে। দু'নম্বর ছবি দেখুন। এবার হলো পাখির পা। গোল দিকটি পাখিকে বসতে সাহায্য করবে। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, লেজের দিকের চার পাশে কাগজ সরু করে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দেবেন এবং পা যেখানে ডিমের সঙ্গে আটকানো আছে সেখানেও একটি সরু কাগজ আঠা দিয়ে পেটের সঙ্গে এঁটে দেবেন।


২নং

এগুলি করতে খুব সহজ, খরচ লাগে না বিশেষ কিছুই। অথচ দেখতে খুব সুন্দর হয়। এই পাখি তৈরী করে ঘরের জানালায়, আড়ার ওপরে, কুলুঙ্গীর পাশে রেখে দিলে খুব সুন্দর দেখায়। আবার একসাথে যদি অনেকগুলি তৈরী করে বিক্রী করেন সহরে এনে, তা হলে ঘরে বসে প্রায় নিখরচায় আপনারা বেশ ভাল টাকা পয়সা উপায় করতে পারেন। এই পাখিগুলি আরো ভালো দেখতে হয় এবং ভালো দামে বিক্রী করতে পারবেন যদি গাছের ছোট ছোট



৩নং

ডাল কেটে ডালের গোড়ার দিকে এক টুকরো পাতলা কাঠ লাগিয়ে ডালটি বসান। তারপর ঐ ডালে সবুজ কাগজ পাতার মত করে কেটে আঠা দিয়ে আটকে দিন। তার ফাঁকে ফাঁকে ডিমের খোলের পাখিগুলি বসিয়ে দিন। তিন নম্বর ছবি দেখুন।

হাতে তৈরী দড়ির পাপোষ

এই বইয়ে আমি হাতের কাজের নানা রকম নমুনা দেখাচ্ছি এবং শেখাচ্ছি। আপনারা যদি অবসর সময়ে এগুলি তৈরী করার চেষ্টা করেন তবে আমার এই শেখানো সার্থক হবে।

শাস্ত্রে বলে,—দিবা নিদ্রায় আয়ুক্ষয় হয়। মানে দিনের বেলায় ঘুমোলে মানুষ বেশীদিন বাঁচে না। অতএব দিনের বেলা ঘুমানো খারাপ। আবার দিনের বেলা না ঘুমিয়ে,—আজে বাজে গল্প, মানে অন্য ঘরের নিন্দে অথবা তাদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি করা আরো খারাপ। আপনারা বরং দুপুর বেলা পাড়ার বৌ-ঝিয়েরা মিলে যদি একটি ঘরে বসে এই হাতের কাজের নমুনাগুলো নিয়ে কিছু তৈরী করার চেষ্টা করেন তবে খুব ভালো হয়। দেখবেন একটি একটি করে আপনারা অনেক সৌখিন জিনিষ তৈরী করতে পেরেছেন। এবং সেগুলি দিয়ে ঘর সাজিয়ে ঘরটাকে সুন্দর করতে পেরেছেন।

এবার শুনুন,—আপনাদের পাপোষ তৈরীর কথা বলবো।

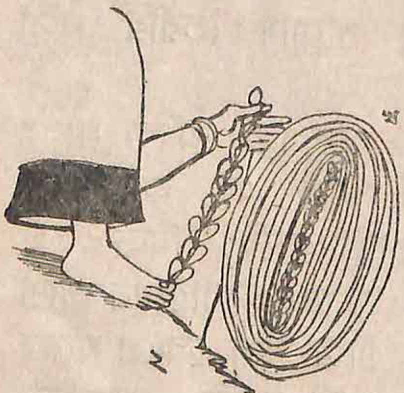
ঘরের দোরগোড়ায় আমরা আল্পনা এঁকে ঘরের শোভা বাড়াই। ঘরে ঢোকার সময়ে এই কাজ যদি চোখে পড়ে তবে দেখতে সত্যিই ভালো লাগে। কিন্তু একটি কথা—ঘরে আল্পনা দেয়া ভালো লাগলেও, বাইরের কাদা মাটি মাড়িয়ে ঐ আল্পনার ওপর দিয়ে ঘরে ঢুকলে ঘরের সব শোভা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি বলছি,—আপনারা

আল্‌পনা দিয়ে ঘর সাজান, এবং তার সাথে সাথে ঘরে ধুলো মাটি এসে যাতে ঘর নোংরা না হয় তার ব্যবস্থা করুন। কি করে করবেন সে কথা বলছি।

বাইরের ময়লা যাতে পায়ে পায়ে ঘরে না আসতে পারে তার জন্যে চাই ঘরের দোরগোড়ায় পাপোষ। এই পাপোষ আপনাদের কিনতে হবে না। আপনারা নিজে পাপোষ তৈরী করুন।

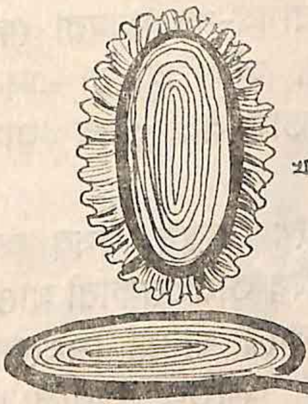
এক কিলো মত নারকোলের ছোপড়ার দড়ি নিন। এবার ঐ দড়ির মুখে একটি ফাঁস দিন। তারপর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ফাঁসের গোড়াটা চেপে ধরুন। ১নং ছবি দেখুন। ঐ ফাঁসটার ভেতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে নিয়ে আর একটা ফাঁস তৈরী করুন। এমনি করে গলিয়ে গলিয়ে একটার পর একটা ফাঁস দিয়ে লম্বা চেনের মত করুন। চেনটা এক বিঘৎ লম্বা হলে চেনের মাথাটা ঘুরিয়ে নিন। ২নং ছবি দেখুন।





এবার ফাঁসের একদিক থেকে একটি দড়ি ভেতর দিয়ে গলিয়ে পাশাপাশি ফাঁস তৈরী করুন। এমনি করে সমস্ত চেন্‌টা ঘুরিয়ে বুনতে থাকুন ২নং ছবির মত। খেয়াল রাখবেন এমনি করে বুনতে গিয়ে

পাপোষটা যেন গুটিয়ে না যায়। মাঝে মাঝে চেনের মাথার দিকে একটি ফাঁসের জায়গায় দুটো ফাঁস তুলবেন। বুনতে বুনতে এটা যখন বেশ বড় আকারের হবে, মানে লম্বায় এক হাত চওড়ায় পোনে এক হাত হবে, তখন বড় একটি গিঁট দিয়ে দড়িটাকে ভালো করে বেঁধে দিন। তিন নম্বর ছবির মত। এবার ভালো একটি পাড় চার পাশে



৩

মুড়ে ঘুরিয়ে সেলাই করুন। বর্ডার মোড়া হয়ে গেলে আর একটি আলাদা কালো রংয়ের পাড় বেশী করে কুঁচি দিয়ে চার পাশে পদ্মের মত করে সেলাই করে দিন। তিন নম্বর ছবির 'খ'য়ের মত করে।

এই পাপোষটি দরজার চৌকাঠের সামনে পেতে রাখলে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে। আর ঘরে ঢোকার সময়ে ঐ পাপোষে পা মুছে ঘরে ঢুকলে বাইরের ধূলো মাটি পায় পায় এসে ঘর ময়লা হবে না।

লাউয়ের খোলের বাসন

এ যুগে আমরা অনেক রকম বাসন-পত্র ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছি। কত রকমের বাসন! মাটির, পাথরের, তামার, পেতলের, কাঁসার, এ্যালুমিনিয়মের ইত্যাদি হরেক রকম বাসন-পত্র আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এমন একদিন ছিলো, যখন আমরা এসব বাসনের কথা চিন্তাও করতে পারতাম না, এসব বাসনের ব্যবহারও জানতাম না।

সেই আদিম যুগে মানুষ যখন আগুনের ব্যবহার শিখলো, কাঁচা মাছ মাংস তরিতরকারী খাওয়া ছেড়ে, আগুনে পুড়িয়ে সেঁকে, সেদ্ধ করে খাওয়া শিখলো, তখনই মানুষ বাসন-পত্রের অভাব অনুভব করলো। আর অভাব থাকলেই তা মেটানোর চেষ্টা করা মানুষের স্বভাব। তাই সেই যুগের মানুষেরা নানা ধরনের বড় বড় ফল থেকে তাদের দরকারি বাসন-পত্র তৈরী করতো। যেমন বেলের খোলা, লাউয়ের শুকনো খোল ইত্যাদি দিয়ে তারা বেশ বাসনের কাজ চালিয়ে নিতো।

এখন বাজারে হরেক রকম বাসন কিনতে পাওয়া যায়। আপনারা আপনাদের সামর্থ অনুযায়ী ঐসব বাসন-পত্র কেনেনও। কিন্তু বাজারের অনেক রকম বাসনের সঙ্গে যদি আপনার হাতে তৈরী সেই আগের যুগের ফলের খোলের পাত্র সাজিয়ে রাখেন তবে বেশ ভালো হয় এবং আপনার এই সব পাত্র দেখে অনেকে তা তৈরী করতে চাইবে। তাই বলছি সেই আদিম যুগে যে ধরনের বাসন-পত্র জলের

পাত্র, খাবারের পাত্র ইত্যাদি কিছু কিছু তৈরী করে ঘর সাজান।

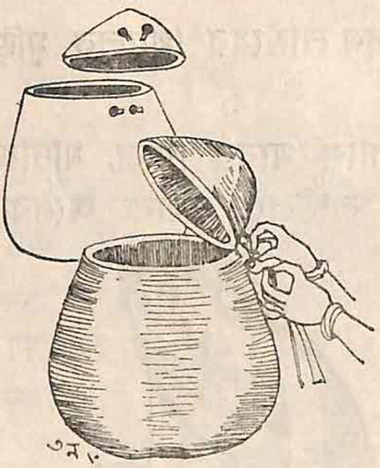
আজ আমি আপনাদের বলব লাউয়ের খোলের মুড়ি রাখার পাত্র।

আপনাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘরের চালে, মাচায় লাউলতা হয় নিশ্চয়ই? সেই লাউলতা থেকে অনেক লাউও ফলে নিশ্চয়ই। সেই অনেক লাউয়ের মধ্যে একটি বেশ বড়-সড় লাউ বেছে নিয়ে গাছে রেখে দিন। বেশ কিছুদিন পরে লাউটি যখন বেশ পেকে খুব শক্ত হয়ে যাবে তখন ওটি তুলে ঘরে এনে রাখুন। দেখবেন, যেন বাইরের খোলে কিছু দাগ না পড়ে অথবা পচে গিয়ে খোলটি নষ্ট হয়ে না যায়। তারপর লাউটি শুকিয়ে ঠিক কাঠের মত শক্ত হয়ে গেলে একটি করাত দিয়ে লাউটির ওপর দিকে সমান করে কেটে ফেলুন। এক নম্বর ছবি দেখুন। ঘরে কাটতে অসুবিধা হলে ছুতোরের কাছে থেকে কাটিয়ে নিতে পারেন। কাটা হয়ে গেলে লাউয়ের খোলের ওপরের দিকে ছোট দুটো পেরেক পুতে দিন। এবং কাটা দ্বিতীয় অংশটিরও এক পাশে সমান রেখায় দুটো পেরেক পুতে দিন। এবার ঐ দু'দিকের পেরেক চারটি সোজাসুজি রেখে লাউয়ের খোলের ওপর ঢাকা দিন। দু' নম্বর ছবি দেখুন। তারপর রঙিন পাটের সুতো দিয়ে ওপর আর নীচ ভাল করে বেঁধে



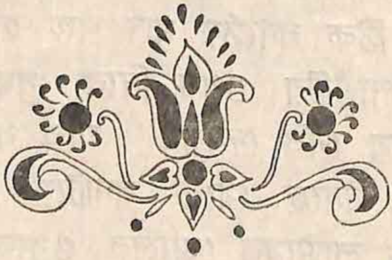
১ নং

দিন। এখন দেখুন একটি ঢাকনাওয়ালা পাত্র তৈরী হলো।



২

শুধু কাঠের মত দেখতে এই পাত্রটি দেখে কেউ তারিফ করবে না। কিন্তু যদি এই পাত্রটির ওপর রং দিয়ে নানা রকমের নক্সা আঁকেন তাহলে দেখতে পাত্রটি সত্যিই খুব মনোরম হবে। চক খড়ির গুঁড়ো তিসি আর রেড়ীর তেলে গুলে সাদা রং এবং সিঁদুর আর হলুদের গুঁড়ো দিয়ে লাল আর হলুদ রং তৈরী করুন। তেলে গোলবার সময়ে যেন রংগুলো পাতলা হয়ে না যায়। কারণ তা হলে নক্সা আঁকতে অসুবিধা হবে আর শুকোতে খুব দেরী হবে। একটি নারকেল পাতার কাঠিতে তুলো বেঁধে তুলি তৈরী করুন। এবার তিন নম্বর ছবির নক্সার মত নক্সা আঁকুন ঐ লাউয়ের

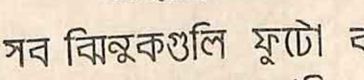


খোলের পাত্রটির ওপরে। লাল, হলুদ, সাদা রং গুলো বেশ মিলিয়ে নক্সাটি আঁকবেন। আপনার ভাঁড়ার ঘরে এই পাত্রটিতে মুড়ি, চিঁড়ে, চাল ভাজা ইত্যাদি রাখতে পারবেন। আবার ঘর সাজিয়ে ঘরের কুলুংগিতেও রাখলে ঘরে শোভা অনেক বেড়ে যাবে।

ঝিনুকের ফুলতোলা সাজি

আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই পূজো করেন। এবং পূজোর জন্যে ফুল তুলতে যান ? ফুল তোলার সাজি আছে নানা ধরণের। আজ আমাদের ঝিনুকের ফুলের সাজি তৈরীর কথা বলছি।

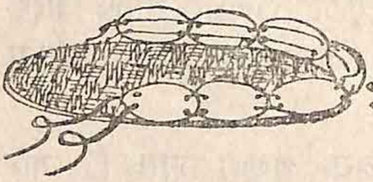
আপনাদের আশে পাশে অনেক পুকুর আছে। সেই পুকুরের ধারে দেখেছেন অনেক ঝিনুক আছে। আপনারা সেই ঝিনুক জোগাড় করুন। তারপর ঝিনুকগুলির জোড় খুলে ফেলুন। পুকুর থেকে তুলে ঝিনুকগুলি বেশ কয়েকদিন রোদে শুকতে দিন, তাহলে জোড় খুলতে এবং পরিষ্কার করতে সুবিধে হবে। জোড় খুলে ভিতরের সব নোংরা পরিষ্কার করা হয়ে গেলে, ঝিনুকগুলি একটি একটি করে নরম ছোট ইট দিয়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার ঝকঝকে করে ফেলুন। ওপরের কালো ময়লাগুলি তুলে ফেলুন। এবার একটি আসন বোনা সুচ অথবা খুব সরু লোহার কাঠি গরম করে ঐ ঝিনুকগুলির দু পাশে দুটো করে চারটে ফুটো করুন। এক



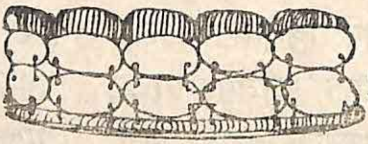
১

নম্বর ছবি দেখুন। এমনি করে সব ঝিনুকগুলি ফুটো করে ফেলা হয়ে গেলে ওগুলো রেখে দিন। এবার একগাছি বেত খুব সরু সরু করে চিরে ফেলুন। কয়েকদিন ধরে বেতটিকে ভিজিয়ে রাখলে কাটতে সুবিধে হয়। বেতটিকে সরু করে কেটে নিয়ে একটু চেপ্টা ধরণের গোল করে চেটাইয়ের মত করে বুনে নিন। এক নম্বর ছবির মত

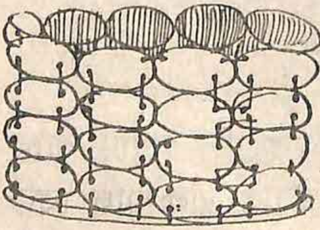
আকারে বুন্‌বেন। এবার সরু তার নিন পাঁচ হাত। তারপর একটি ঝিনুক নিন। ঝিনুকের এক প্রান্তে তার গাঁথুন। তারপর ঐ বেতের চাকতিটার মধ্যে গলিয়ে নিন। আবার আর এক দিকের ফুটোতে তার গলিয়ে আনুন।

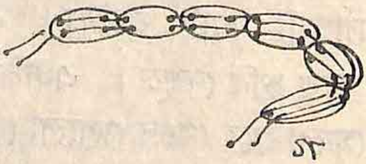

২

বেতের চাকতির সাথে বুনে নিন। দু'নম্বর ছবি দেখুন। এমনি করে এক সারি ঝিনুক গোল করে ঘুরিয়ে আনা হয়ে গেলে দ্বিতীয় সারি ঠিক আগের সারির মত করে তার দিয়ে গেঁথে যান। কেবল দ্বিতীয় সারিতে বেতের চাকতিতে গাঁথবেন না। প্রথম সারির ঝিনুকের দ্বিতীয় ফুটোতে গলিয়ে জুড়ে দেবেন। দু'নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত। এমনি


২ক

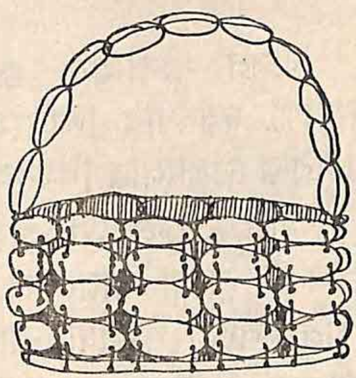
করে চার সারি ঝিনুক গাঁথা হয়ে গেলে শেষের তারটি কেটে একটি সাঁড়াসী দিয়ে তারের মুখটি জুড়ে দিন। ছবির 'খ'য়ের মত। সাবধানে কাজগুলো করবেন।


খ


গ

একটু জোরে চাপ পড়লে ঝিনুকগুলি ভেঙে পড়তে পারে। এবার পাঁচ ছয়টি ঝিনুক দুটো তারের সংগে লম্বা করে গাঁথুন 'গ'য়ের ছবির মত। তারপর ঐ গোল ঝিনুকের পাত্রটির দু পাশে তারের দু মুখ প্যাঁচ দিয়ে আটকে দিন।

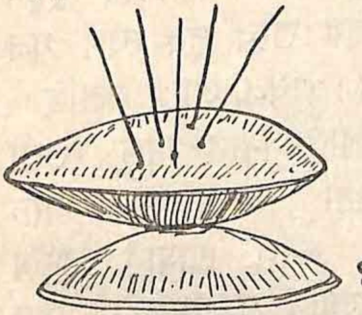
এবার দেখুন তিন নম্বর ছবির মত কি সুন্দর ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মত ফুলের সাজি তৈরী করেছেন আপনি। এতে যে শুধু ফুল তোলা যাবে তা নয়, সংসারের ছোট খাটো টুকিটাকি জিনিষপত্রও রাখতে পারবেন।



৩

এই ঝিনুক দিয়ে আরও নানা ধরণের ছোট-খাটো সুন্দর সুন্দর সংসারের দরকারি জিনিষ তৈরী করা যায়। যেমন ধরুন ধুপদানি। একটি সুন্দর ঝিনুকের ধুপদানি তৈরী করতে পারেন আপনি। কেমন করে হয় বল্‌ছি।

তিনটি ঝিনুক নিন। সেগুলি ঘসে সাদা চকচকে করুন। একটি ঝিনুকের পিঠের মাঝখানে পাঁচটি ফুটো করুন।



৪

আর একটি ঝিনুকের ভিতর মাটি দিয়ে ভরে দিন। এবার ঐ মাটির দিকটি ঝিনুকের ফুটোর মধ্যে একটি পেরেক গলিয়ে ঐ মাটি ভরা ঝিনুকের মধ্যে বসিয়ে দিন। তারপর পাঁচটি ফুটো করা ঝিনুকটির ভেতরের দিকে এঁটেল মাটী দিয়ে ঐ চিত করা ঝিনুকের ওপর চেপে বসিয়ে দিন। ঐ পাঁচটি ফুটো যদি মাটি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় তবে একটি সুচ দিয়ে সেই মাটি পরিষ্কার করে নেবেন। শুকিয়ে গেলে জোড়ের মুখের মাটি বেরিয়ে গেলে একটু চূণ দিয়ে রং করে নেবেন। চার নম্বর ছবি দেখুন।

মাটির ছাঁচ

এখন সংসারের জন্য ব্যবহার করা যায় এমন কয়েকটি দরকারি জিনিষের তৈরী করার কথা বলবো। আজকের শেখানোর বিষয়বস্তু হলো মাটির ছাঁচ তৈরী।

মনে করুন আপনার বাগানে নারকেল গাছে বেশ কয়েকটি ঝুনো নারকেল হয়েছে। আপনার ইচ্ছে হল আপনি নতুন 'জামাই-বাড়ী'তে ঐ নারকেলের খাবার পাঠাবেন। অথবা আপনার গরুটির বাচ্চা হয়েছে, আপনার মনে হল আহা, কুটুম বাড়ীতে দুধ পাঠাই। কিন্তু জামাই বাড়ী অথবা কুটুম বাড়ী অনেক দূরের রাস্তা। দুধ নিয়ে যেতে অনেক হাঙ্গামা কি করে পাঠাবেন! আপনি তখন ঠিক করলেন,—নারকেল কুরে গুড় দিয়ে পাক দিয়ে কুটুম বাড়ী পাঠাবেন। অথবা দুধ যদি হয় তবে দুধ বেশ ঘন করে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করে পাঠাবেন। এখন, আমি বলছি—বেশ তো ঐ নারকেল গুড় দিয়ে পাক দিয়ে নাড়ু তৈরী করে না পাঠিয়ে, ঐ পাক দেওয়া নারকেল ছাঁচে ফেলে সুন্দর সুন্দর ছাপ তৈরী করে জামাই কুটুম বাড়ী পাঠান। আবার আমের সময়ে ঐ ছাঁচে আমসত্ত্ব দিয়ে রাখুন। বাড়ীতে কুটুম এলে তাদের হাতে আমসত্ত্বের ছাঁচ দিন। দেখবেন সকলে আপনার সুখ্যাতি পাঁচ মুখে গাইবে।

কিন্তু অতো ছাঁচ আমরা কোথায় পাব? গাঁ ঘরে কি আর ছাঁচ কিনতে পাওয়া যায়? না, গাঁয়ে ওসব কিন্‌তে পাওয়া যায় না। তাই আমরা নিজেরা ছাঁচ তৈরী

করব। কি করে ছাঁচ তৈরী করতে হয় আমি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি।

ভালো এঁটেল মাটি নিন। খানিকটা মাটি ভালো করে মেখে নিন। দেখবেন যেন একটুও কাঁকর, খোয়া, ইটের কুচি অথবা নোংরা না থাকে। বেশ শক্ত করে মাটিটা মাখবেন। তারপর মাটিটা একটি থালার উল্টো পিঠে থাপড়িয়ে সমান করে পেতে দিন। ১নং ছবি দেখুন। এবার ছায়াতে শুকোতে দিন। দু'তিন দিন লাগবে শুকোতে। শুকিয়ে গেলে থালা থেকে তুলে নিন। এবার একটি কাগজে ২নং ছবির নক্সাটার ছাপ তুলুন। তারপর সেই কাগজের উল্টো পিঠে সিঁদুর ঘষে নিন। এবার ২নং ছবির—'ক'য়ের মত মাটির চাকতিটার ওপর কাগজটা বসান। তারপর ঐ কাগজের দাগের ওপর খাগের কলম দিয়ে রেখার দাগে দাগে বোলান। এবার মাটির চাকতির থেকে কাগজ তুলে ফেলুন। দেখবেন ২নং ছবির নক্সাটা মাটির চাকতির ওপর ছাপ পড়ে গেছে। এখন একটি ধারালো নরুন দিয়ে ঐ দাগে দাগে কুরে ফেলুন। ৩নং ছবি দেখুন। দেখবেন নক্সাটা


১নং ছবি

২নং ছবি


যেন বেশ গর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। আস্তে আস্তে কুরবেন, দেখবেন যেন ভেঙ্গে না যায়। নক্সাটা কাটা হয়ে গেলে আবার দু'দিন শুকোতে দিন। তারপর কাঠের কয়লার নরম আঁচে অথবা তুষের আঁচে ছাঁচটি পোড়াতে দিন। তিন চার ঘণ্টা বাদে আঁচের থেকে তুলে নিন। এবার



তেল মাখিয়ে রেখে দিন। এই ছাঁচে আপনি নারকেল ছাপ, ক্ষীরের সন্দেশ, আমসত্ত্ব সব তৈরী করতে পারবেন। তবে আমসত্ত্বের জন্যে একটু বড় ছাঁচ তৈরী করবেন। ছাঁচের নক্সা নানা রকমের হতে পারে। প্রথম প্রথম নক্সাগুলি হয়ত ভালো হবে না, কারণ আপনাদের নক্সা কাটা অভ্যাস নেই। তাতে ঘাবড়ে যাবেন না। দু'একটি কাটার পরে দেখবেন বেশ সুন্দর সুন্দর নক্সা কাটতে পারছেন।

পলিথিনের ছাতা ও রীফু করা

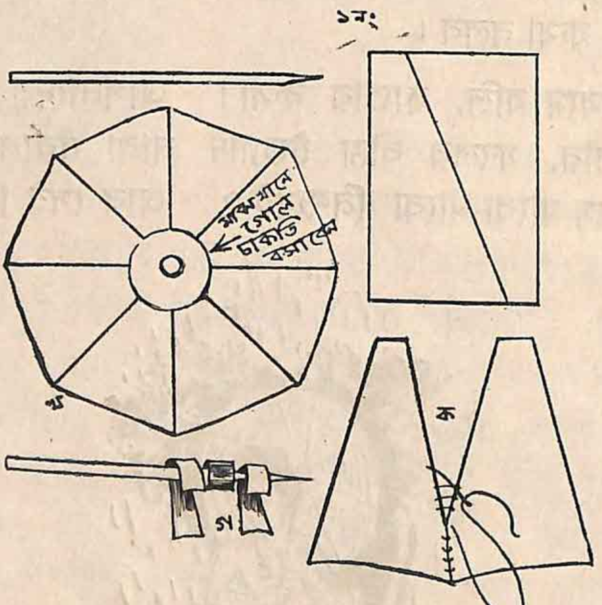
এবারে আপনাদের কয়েকটা টুকিটাকি হাতের কাজের কথা বলব।

প্রথমে বলি, ছাতার কথা। আপনাদের বাড়ীতে, জমির সার, ফলের বীজ ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিষ পত্র আসে মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই ? আর সেই জিনিষগুলি



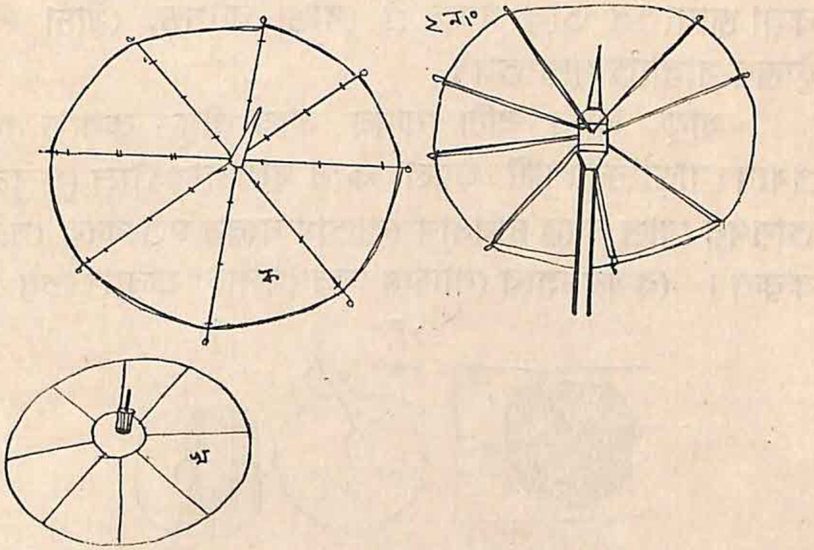
পলিথিনের (এক রকম পাতলা কাগজের মত দেখতে, নরম অথচ জলে ভেজে না) থলিতে করে আসে। সেই থলিগুলি ফেলে না দিয়ে জমিয়ে রাখবেন। বেশ কয়েকটি জমে গেলে থলিগুলির ভাঁজ খুলে সমান করে চারটে এক সাথে করুন। এক নম্বর ছবির মত ভাঁজ করে কেটে নিন।

এক নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত ভাঁজ খুলে চাওড়া দিকের সাথে চওড়া দিক, এবং সরু দিকের সাথে সরু দিক মুখ জুড়ে সেলাই করুন। এমনি করে আটটি টুকরোই, এক সাথে সেলাই করে জুড়ে দিন। 'খ'য়ের ছবি দেখুন।



কেমন ছাতার মত দেখতে হয়েছে—এবার একটি দেড় হাত লম্বা বাঁশের চটার লাঠি বেশ ভালো করে চেঁছে পরিস্কার করে নিন। 'গ'য়ের মত এক টুক্‌রো সোলা ঐ লাঠিটির মাথায় বেশ ভালো করে গেঁথে বসিয়ে দিন। তারপর এক টুকরো কাগজ আঠা দিয়ে ঐ সোলা আর লাঠির সাথে ভালো করে সেঁটে দিন—এমন করে এঁটে দেবেন, যাতে ঐ সোলাটি খুলে না যায়। এবার আটটি খুব সরু সরু চটার কাঠি ঐ সোলার সাথে গেঁথে দিন—এমন করে গাঁথবেন যেন সমান ভাবে ঘুরে থাকে কাঠিগুলি—দুই নম্বর ছবি দেখুন। কাঠিগুলি বসানো হয়ে গেলে,

আগের তৈরী পলিথিনের ছাতার মত কাপড়টি সোলার মাঝখানে বসিয়ে দিন—দুই নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। এবার পলিথিনের টুকরোটি, যেখানে যেখানে সেলাই আছে, সেই জায়গায় কাঠির সাথে একটি করে ফোঁড় দিয়ে এঁটে দিন—



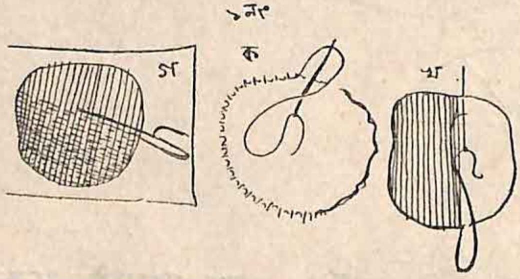
ধারের দিকটা প্রতি কাঠির সাথে সেলাই করে দিন। মনে রাখবেন সেলাই করার সুচটি যেন খুব সরু হয়—তা না হলে, পলিথিনে বড় ফুটো হয়ে হয়ে যেতে পারে। সবগুলো কোণা লাগানো হয়ে গেলে মাথার ওপরে বেরিয়ে থাকা লাঠিতে আর এক টুক্‌রো সোলা গেঁথে দিন। দুই নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। যদি লাল নীল রং জোগাড় করতে পারেন তবে ঐ ছাতার ডাঁটিতে এবং পলিথিনের ওপর রংয়ের নক্সা আঁকতে পারেন।

রীফুর কাজ

এবার শুনুন রীফু কেমন করে করতে হয় বলছি। হয়ত আপনার নতুন কাপড়টি রান্না করতে গিয়ে আগুনের

ফুল্‌কি পড়ে হঠাৎ পুড়ে গেলো, অথবা আপনার ছেলেটি খেলা করতে গিয়ে তার ইজেরটি খোঁচা লাগিয়ে নিয়ে এলো! তখন আপনি খুব রাগ করলেন, দুঃখও পেলেন, কিন্তু আপনার কিছুই সুরাহা হল না। যদি আপনি রীফু করা জানতেন তবে হয়ত ঐ পোড়া কাপড়, খোঁচা লাগা ইজের সারাতে পারতেন।

যাক্, এখন বলি কেমন করে রীফু করতে হয়। প্রথমে পোড়া জায়গাটি ভালো করে ঘসে দাগ তুলে ফেলুন—তারপর গোল করে চারধার বোতাম ঘরের মত করে সেলাই করুন। কেমন করে বোতাম ঘর সেলাই করতে হয় এক



নম্বর ছবিতে দেখানো হল। তারপর এক নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত করে গোল ফুটোটির একদিক থেকে সুতো অন্য দিক টানা দিন। বেশ ঘেঁষাঘেঁষি করে সুতো টানা দিন। টানা দেওয়া হয়ে গেলে আর একটি সুতো সুচে ভরে দু' নম্বর ছবির মত উল্টো দিক থেকে, টানা দেওয়ার সুতোর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে গলিয়ে বুনে দিন। দেখুন কেমন সুন্দর ভাবে আপনার কাপড়ের ফুটোটি বন্ধ হয়ে গেছে এমনি করে আপনার বাড়ীর সব লোকদের জামা কাপড়ের ছেঁড়া, ফাঁটা, ফুটো সারিয়ে দিতে পারেন। এতে জামা কাপড় টেঁকেও বেশী আর ছেঁড়া পরলে যে দেখতে খারাপ লাগে তা আর লাগবে না।
